বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

সম্পাদনা পর্ষদ

খন্দকার আতিয়ার রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
ড. মোঃ আবুল হোসেন, উপসচিব	সদস্য
মোঃ আবু আমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
মোঃ মাসুদুল হক ভুঁইয়া, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন, প্রোগ্রামার	সদস্য
মোঃ আবু মাসুদ, উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

বৈশাখ ১৪২৫, এপ্রিল ২০১৮

মুদ্রণ

কলেজ গেইট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭, কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোনঃ ০২-৯১২২৯৭৯, ০১৭১১-৩১১৩৬৬
ই-মেইল: collegegatepress@gmail.com

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোন: ৯৫৪০৪৫২, ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৬৮৫
ই-মেইল: sasadmin1@msw.gov.bd
ওয়েব সাইট: www.msw.gov.bd

সূচিপত্র

বাণী, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
বাণী, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
মুখবন্ধ, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
প্রথম অধ্যায়	: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সমাজসেবা অধিদফতর	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৬৭
চতুর্থ অধ্যায়	: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৭৭
পঞ্চম অধ্যায়	: শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	: শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	৯৫
সপ্তম অধ্যায়	: নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১০১

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম জাতিগঠনমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে। লক্ষ্যভুক্ত এ সকল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রম ভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, অনুচ্ছেদ ১৫- মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, অনুচ্ছেদ- ১৭ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, অনুচ্ছেদ ১৮- জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, অনুচ্ছেদ ১৯- সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ২৯ সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, অনুচ্ছেদ- ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা ইত্যাদি সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণা বাস্তবায়নেও এ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় রূপকল্প ২০২১ এবং সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত 'হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' ও 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩' বাস্তবায়ন করা, প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, 'শিশু আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন করা, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজের অবহেলিত, অসচ্ছল, সুবিধা বঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন, বেসরকারি এতিমখানা মঞ্জুরি, ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কার্যক্রম, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সকল কর্মসূচিসহ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও অর্জনের সার্বিক চিত্র প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশাবাদী।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(রাশেদ খান মেনন, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, অনগ্রসর ও শারীরিক-মানসিকভাবে অসমর্থ অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে যে সেবা প্রদান করে আসছে এ প্রতিবেদনে তার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত সরকারি সাহায্যের আওতায় বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে এ মন্ত্রণালয় অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। ইব্রাহিম ডায়াবেটিক হাসপাতালের ভবন নির্মাণ, হার্ট ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ডায়াবেটিক সেন্টারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে যা বর্তমান অর্থ বছরেও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অটিস্টিক শিশু, ভিক্ষুক, হিজড়া সম্প্রদায়, মুচি, বেদে ও দলিত সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্যও ইতোমধ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের যে-কোন নাগরিক যেন এ মন্ত্রণালয় এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন সে লক্ষ্য সামনে রেখে বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদফতর/ দপ্তর/ সংস্থার যে সকল কর্মকর্তা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি)

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, এর ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান-আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট সমাজের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে নিয়মিত সেবা প্রদান করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, ৬৪ জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপী সেবা প্রদান, বিভিন্ন জেলায় ডায়াবেটিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়াসসহ অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি দরিদ্র, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূলধারার কার্যক্রমে আনয়ন প্রক্রিয়ায় কর্মরত।

৩. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে আর্তমানবতার সেবায় ও জাতীয় উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তেমনি ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এ আমার বিশ্বাস।

৪. প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীর জন্য রইল শুভ কামনা।

(মোঃ জিল্লার রহমান)

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণভবনে ইফতারে (৩রা জুন ২০১৭) মায়ের মমতায় এতিম শিশুকে খাইয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

১. পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষ্যভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার তিন মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিক নির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি! তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের বেশ কয়েক লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। সরকারের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মকান্ড যে আরও সমৃদ্ধ এবং বেগবান হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারি সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে দরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদী জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারি রেজুল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকান্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব

প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজুল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরিভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ বছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকারি 'পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ADFAED) এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী'র ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে 'মৈত্রী শিল্প' কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলেমিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

১.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

১.১.১ রূপকল্প (Vission)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

১.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬-এ পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী

কার্যতালিকা (Allocation of Business)

[১][৩৭] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
[২]৪(ক) বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা;
৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের XL VI নং অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের XXXIX নং আইন) এর প্রশাসন;
৬. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদী;
৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৮. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম'এর প্রশাসন;
৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১০. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
১১. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার;
১২. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements);
১৩. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;
১৪. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (agreements);
১৫. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;
১৭. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৩.১.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৩. সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনঃএকত্রীকরণ (Reintegration)
৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ

৩.২ কার্যাবলি (Functions)

১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
৪. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;

নোটঃ
[১]এসআরও. নং-২৩১-আইন/২০০৮সিডি-৪/৫/২০০৮-বিধি, তারিখ ২৪/০৭/২০০৮ দ্বারা সংশোধিত
[২]এসআরও. নং-১৬২-আইন/২০১০-০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০৫.২০১০, তারিখ ০৭/০৬/২০১০ দ্বারা সংশোধিত

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
৬. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

৪. অধীন দপ্তর/সংস্থা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন নিম্নোক্ত ৬টি সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

১. সমাজসেবা অধিদফতর
২. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
৬. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৬-১৭)

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১	২	৩	৪	৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১৩ টি	৬৩ টি	৫০ টি	৩৩ টি
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১২৫৮৫ টি	১০১৭৯ টি	২৩৬৬ টি	৩৩৪৯ টি
মোট	১২৬৯৮ টি	১০২৪২ টি	২৪১৬ টি	৩৩৮২ টি

৫.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	৩৮৪ টি	১৪৬ টি	১১৫২ টি	৭৩৩ টি	২৪১৫ টি

৫.৩ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
৪৩৩ টি	--

৫.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭৮ জন	২৯৪ জন	৪৭২ জন	৪৩ জন	২৩৫ জন	২৭৮ জন	

৫.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	৭৬ জন	৩৩ জন	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-
মোট	-	-	-	-

৫.৬ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)*	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-	-	-	৩৩ জন	-

৫.৭ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২	০.৩৫	০৯	-	-	১২	০.৩৫
	সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।	১৬৮৭	৫৫.২৭	১০৪	৭৪১	১৭.৩৩	৯৪৬	৩৭.৯৪
	সমাজকল্যাণ পরিষদ	৩১	৩০.৯১	৩১	১০	০.৮৭	২১	৩০.০৪
	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৩৯	২৯.৮৬	৭	-	-	৩৯	২৯.৮৬
	সর্বমোট =	১৭৬৮	১১৬.৩৯	১৫১	৭৫১	১৮.২০	১০১৮	৯৮.১৯

৫.৮ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৬-১৭) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২৩ টি	০৭ টি	২১ টি	১৩ টি	৪১ টি	৮২ টি

৫.৯ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ টি	৭৪ টি	--	৭৫ টি	--

৫.১০ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৯৯ জন	৪৪১৭ জন

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও
১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬
এ প্রতিবন্ধীদের মাঝে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১১ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/উপপরিচালক/সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদপ্তর (সংযুক্ততে মন্ত্রণালয়)/দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা/৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিতির হার ৯৮%, যা সন্তোষজনক। উক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

Secretariat Instructions, Important Office Procedures, Preparing Draft & Summary, Vision, Mission, Self Development and Team Building, Project Management, ICT in Office Management: Use of Free Tools, e-Filing গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ ১৯৮২সহ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টরূপে অবহিতকরণ, অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দফতরে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণ, শুভেচ্ছা বিনিময়, ছুটি গ্রহণ, টেলিফোন রিসিভ করা, স্বাস্থ্য বিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা, অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের সঙ্গে আচরণ, কম্পিউটার খোলা ও বন্ধ রাখা, টেলিফোন ব্যবহারে সৌজন্য, দাপ্তরিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, অফিস সময় এবং সরঞ্জামাদির যথাযথ ব্যবহারে নৈতিকতা অনুসরণ, Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules 2008, Social Safety Net Programmes and Ministry of Social Welfare, Project Management, Budget Management: Legal Framework and Institutional Arrangement and Budget Management: Internal and External Control, দাপ্তরিক ক্রয়, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল, পেনশন: প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ, নথি চলাচল, ডকুমেন্ট শেয়ারিং, ই-মেইল ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব পোর্টাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, অফিস সহায়কগণের দায়িত্ব ও দায়দায়িত্ব পালনের সীমা, দায়িত্বশীলতা, এবং দায়িত্বে অবহেলা, Grievance Redress System and National Intergrity Strategy, Citizen Charter and Innovation in service Delivery. Rules of Business and Allocation of Business ইত্যাদি।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬৪ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্সসমূহ হচ্ছে- (১) Digital Office Management Course on Computer Application- ৮ টি। (২) আইন, বিধি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা- ১ টি। (৩) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন- ০৫ টি (৪) ওরিয়েন্টেশন কোর্স- ৩ টি। (৫) কেইস ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক- ৪ টি। (৬) ই-মেইল, ইন্টারনেট, ই-ফাইলিং ও সামাজিক যোগাযোগ- ০১ টি। (৭) ই-ফাইলিং নথি স্টিটেম- ৯ টি। (৮) শহর ও পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ১১ টি (৯) ই-ফাইলিং ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা- ২ টি। (১০) দফতর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিধিবিধান- ১ টি। বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্মানিত রিসোর্স পার্সন/ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ক্লাশসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ এ পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ১৪০ জন।

৫.১৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১২ টি	১৮১১ জন

৫.১৪ তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN) আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কম্পিউটার ট্রেনিং কর্মকর্তা	কম্পিউটার ট্রেনিং কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯৯ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৬৯৭ জন	৮৭৮ জন

৫.১৫ আইন, বিধি ও নীতি

- প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা।

৫.১৬ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাসিক জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ১৮৯০.০০ কোটি টাকা বয়স্কভাতা, ১১ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ৬৯০.০০ কোটি টাকা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, মাসিক জনপ্রতি ৬০০ টাকা হারে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জনকে মোট ৫৪০ কোটি টাকা অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সফল ব্যক্তি এবং অটিজম বিষয়ে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ এ ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে ‘রোগী কল্যাণ সমিতি’ গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), টঙ্গী, গাজীপুর ও পুলেরহাট, যশোর এবং শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুরে স্থাপিত Skype বুথে টেলিকনফারেন্সিং ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মোট ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্যাদি Disability Information System –এ এন্ট্রি করে প্রায় ১২ লক্ষ জনের মধ্যে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর, জেলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ৯৬ টি উপপরিচালক এর শূন্য পদে সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর, জেলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ৫৮ টি সহকারী পরিচালক এর শূন্য পদে সমাজসেবা অফিসার হতে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণিতে ৪০ জন পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
- সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৪৩৩ টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৫৮ জন গরীব ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৬০ জনকে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৯০৫ জন।

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র রোগীদেরকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরে দান-অনুদান, যাকাত মেলার আয়োজন করা হয়, যাকাত সংগ্রহ করা হয় যা দরিদ্র রোগীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।
- দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স 'রোগী কল্যাণ সমিতি' গঠন করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৭ কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা ও দেশব্যাপী ৪ দিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম বহুল প্রচারের জন্য কার্যক্রমের তথ্যসহ ২০১৭ সালের সচিত্র ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), টঙ্গী, গাজীপুর ও পুলেরহাট, যশোর এবং শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুরে স্থাপিত Skype বুথ এ টেলিকনফারেন্সিং (শিশু ও স্বজনদের মধ্যে কথোপকথন) ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট/২০১৬ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৬ যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঈদ-উল-আযহা/২০১৬ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৮(আট) টি সংস্থা হতে প্রাপ্ত অটিস্টিক শিশুদের আঁকা ৩৭ (সাইত্রিশ) টি ছবি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রদত্ত শুভেচ্ছা কার্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- Winrock International কর্তৃক ১৭-৭-২০১৬ থেকে ২০-৭-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৪ (চার) দিনব্যাপী ট্রমা কাউন্সিলিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের জন্য ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ ০১ দিনব্যাপী REFRESHERS TRAINING এর আয়োজন করা হয়।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের উদ্যোগে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানসমূহে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর সহায়তাপুষ্ট আইপিইপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অধিদফতর হতে অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ১৫ অক্টোবর/২০১৬ তারিখ বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ ০৬টি সেফহোমের নিবাসি এবং তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কথোপকথন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।
- পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) উপলক্ষে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিতব্য মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকাস্থ এতিমখানার মোট ১০০ জন এতিম শিশু, ১০ জন শিক্ষক/গাইড এবং অধিদফতরের ১১ জন কর্মকর্তা মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে।
- সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক শিশু আইন-২০১৩ সংশোধনীর জন্য দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপ ১২/১১/২০১৬ তারিখ সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
- শিশু আইন-২০১৩ এর সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে অধিদফতরের ১৭/১১/২০১৬ তারিখের স্মারকে চার সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়।
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঢাকার সহযোগিতায় প্রথম বারের মত প্রাক প্রাথমিক হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সকল উপপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ঢাকা হতে প্রেরিত শিশু আইন-২০১৩ এর বিধানাবলী অনুসরণ সংক্রান্ত পত্র সকল উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক বিতরণের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত বাংলা নববর্ষ-১৪২৪ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৬টি সংস্থার ২২ জন অটিস্টিক শিশুর আঁকা ৩২টি ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ০৭ ফেব্রুয়ারি/২০১৭ তারিখ আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় "বাংলা ইশারা ভাষা দিবস" উদযাপিত হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে র‌্যালি, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, জে.এস.সি/২০১৭ ও পি.ই.সি/২০১৭ পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত ঈদ-উল-ফিতর/২০১৭ ও ঈদ-উল-আযহা/২০১৭ এর শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর জন্য ০৯টি সংস্থার ৪৪ জন অটিস্টিক শিশুর আঁকা ৫৬ টি ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- Winrock International কর্তৃক ০৫/০৩/২০১৭ তারিখ থেকে ০৯/০৩/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিনব্যাপী Comprehensive Survivors Services প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
- ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য অভিন্ন খাদ্য মেন্যু প্রণয়ন করে সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অবস্থানরত পাঁচারের শিকার ভারতীয় নারী ও শিশু ভিকটিম সম্পর্কে তথ্য অধিদফতর হতে ০৯/০৩/২০১৭ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অধিদফতর হতে ১৫/০৩/২০১৭ তারিখ সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর, জেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ইউনিটে নীলবাতি প্রজ্জলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কার্যালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ২৫ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালনের উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে যথাযথভাবে পালনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার ও ৬টি ছোটমণি নিবাসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়।
- বাংলা নববর্ষ (১লা বৈশাখ) ১৪২৪ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর বর্ণনার আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলা নববর্ষ-১৪২৪ উপলক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রদত্ত শুভেচ্ছা কার্ড সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য অনুমতি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কার্যালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২১ মে ২০১৭ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উদ্যোগে সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল ঢাকায় "Understanding The vulnerabilities of Children with Disabilities Living in Government-Run and Private Residential Institutions" এর উপর গবেষণা বিষয়ক একটি ডিসিমিনেশন কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাক-প্রাথমিক হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ব্রেইল পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা এনসিটিবি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির অভিপ্রায় অনুযায়ী বঙ্গভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ইফতারে অংশগ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এতিম, শারীরিক ও মানসিক এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবনে প্রেরণ করা হয়।

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ কর্তৃপক্ষের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সি এস আর) এর অংশ হিসেবে Joyride ফ্লাইটে সরকারি শিশু পরিবার, মিরপুর ও তেজগাঁও ঢাকার ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়েসহ ১ জন করে মোট ২ জন গাইড অংশগ্রহণ করে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্তৃক প্রেরিত অটিস্টিক শিশুদের আঁকা ছবি সম্বলিত ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭ এর শুভেচ্ছা কার্ড প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জেলাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে উদযাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য সকল উপপরিচালক (জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত) বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫.১৭ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System):** ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Management Information System (MIS):** সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- **Case Management System:** শিশু আইন, ২০১৩ এর আওতায় আসা শিশুর তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য যাচাই এবং যাচাইআন্তে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Child help line-1098:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- **E-Application:** টাঙ্গাইল জেলায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণের পাইলটিং এর মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

- **E-Payment:** সরকারের ই-পেমেন্ট সার্ভিস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এ সহযোগিতায় কিছু পাইলটিং কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। পাইলটিং এর সফলতা বিবেচনা করে দেশব্যাপী ভাতা বিতরণে ই-পেমেন্ট সার্ভিস বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

- **শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবকদের ভিডিও কথোপকথন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স' এর মাধ্যমে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানরতদের সাথে তাদের অভিভাবকদের কথোপকথনের শুভ উদ্বোধন করেন।

- **ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম:** পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন করছে। ৬৪ টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়কে ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।

- **মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এবং ই-লার্নিং সেন্টার:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপসা এবং সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক যৌথভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের পাইলট সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের ০৪ টি পিএইচটি সেন্টার, ০১ টি বরিশাল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ০১ টি ইআরসিপিএইচসহ মোট ০৬ টি ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- **সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট:** ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট' এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস' এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।

- **অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং:** সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং এবং বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।

- **নিজস্ব ডোমেইন বেজ্‌ড ওয়েব মেইল:** সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজ্‌ড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডশন-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি

৫.১৮ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিতরণ করা হয়।
- সমাজসেবার ৬১ বছর উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন প্রতিষ্ঠানের শিশুদের লেখা ও আঁকা নিয়ে 'শিশু সংকলন' প্রকাশিত হয়েছে।
- বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ হতে (১) বয়স্কভাতা (২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচিদ্বয় ব্রান্ডিং এর জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শ্লোগানও নির্ধারিত হয় যা ইতোমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের টিভি স্ক্রলে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া জিঙ্গেল এবং টেলিভিশন স্পট নির্মিত হয়েছে যা বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলে ইতোমধ্যে প্রচার করা হয়েছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নিয়ে ডকুমেন্টারি 'বাতিঘর' নির্মিত হয়েছে যা সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন আয়োজনে প্রচারপূর্বক জনগণকে অবহিত করা হয়।
- ১ অক্টোবর ২০১৬ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে প্রবীণদের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে ধারণকৃত ভিডিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারপূর্বক অবহিতকরণ।
- সমাজসেবার ইউটিউবে সেবা কার্যক্রম এর বিভিন্ন ভিডিও আপলোড।
- এছাড়া, বিভিন্ন প্রচার লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্যানারের মাধ্যমে বয়স্কভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে। Innovation Team এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে প্রতিদিন সকাল ১১টা-২টা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগীদের সাথে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করেন এবং এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম এর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ১ম কিস্তিতে ২৫ কোটি টাকা এবং ২য় কিস্তিতে ২৫ কোটি টাকা সোনালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ৪৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ এবং ৬১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম খাতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ১ম-২য় কিস্তিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং ৩য়-৪র্থ কিস্তিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সোনালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ এবং ৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯১৪ টাকা, ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ৩ হাজার ৯৯৮ জন, আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৪৬ টাকা, আদায়ের হার ৮৯%, কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃত ১৭ হাজার ৪৪৯ জন, সামাজিক বনায়ন ৯ হাজার ১৫ টি, স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান ২ হাজার ৪৪৭ জন, ২ হাজার ৮২৮ জন, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ১ হাজার ৫৮০ জন।

৫.১৯ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। ৭টি জেলা হচ্ছে যথাক্রমে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া এবং সিলেট।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯,০০,০০,০০০/- (নয় কোটি) টাকা। মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক-	৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক-	১০০০/-

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা মাসিক ৬০০/- করে প্রদান;

৩। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;

৪। ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা

- বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী : ২৩৪০ জন।
- ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী : ১৩৩০জন।
- আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : ১৬৫০ জন। (৩৩ জেলায় ৫০ জন করে)
- প্রশিক্ষণ সহায়তা গ্রহণকারী হবে : ১৬৫০ জন।
- মোট উপকারভোগী : ৬৯৭০ জন।

বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬৬,০০,০০০ (ছিষট্টি লক্ষ) টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। মোট ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. বেদে ও অনগ্রসর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক-	৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক-	১০০০/-

২. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল বেদে ও অনগ্রসরদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০০/- করে প্রদান;
৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
৪. ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা:

- বয়স্ক ভাতাভোগী : ১৯৩০০ জন।
- শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী : ৮৫৮৫ জন।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : ১২৫০ জন।
- প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা গ্রহণকারী : ১২৫০ জন।
- মোট উপকৃতের সংখ্যা : ৩০৩৮৫ জন।

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ

২০১১-১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলটভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জরিপ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন মেয়াদে জাতীয় কর্মশালা, বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার, ডাক্তার ও কনসালট্যান্ট এবং সফটওয়্যারসহ মোট ৬৭৯ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫,৪৪১ জনকে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের আওতায় আনা হয়। গত ১ জুন ২০১৩ থেকে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাদপড়া প্রতিবন্ধীব্যক্তিদেরকে জরিপভুক্তকরণ ও ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এন্ট্রিকৃত ডাটা সংশোধনপূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ করা হচ্ছে। ১২ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫৪ জন প্রতিবন্ধীব্যক্তিকে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত সম্পন্ন এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information System'এ এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসহ ১-৫ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আইপিউ সম্মেলনে আগত বিদেশি অতিথিবৃন্দের অবস্থানরত হোটেল এলাকা, বিসিসি সম্মেলন কেন্দ্র ও সংসদ ভবন এলাকা হতে মোট ১১৪ জনকে ২০ টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রে (অভ্যর্থনা কেন্দ্র) প্রেরণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৬ জনকে পারিবারিকভাবে এবং ৩৮ জনকে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৮ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ ৭১৭ জনকে জেলা পর্যায়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ থেকে ঢাকা শহরে ভিক্ষকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন ও ৪০ টি বিভিন্ন স্থানে ৪০ টি ফ্লাগস্ট্যান্ড লাগানো হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের প্রচারণার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.২০ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়ন

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২ টি দীর্ঘমেয়াদি ও ২৯ টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১ হাজার ২৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৯৬ জন পুরুষ এবং ২২৭ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৩ হাজার ২৪০ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০,১৮১ জন পুরুষ ও ৩,০৫৯ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে (১) খরাব Coaching for Facilitator & Trainers- ১ টি, (২) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স- ২ টি, (৩) ওরিয়েন্টেশন কোর্স- ৩ টি, (৪) ই-ফাইলিং ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা- ৫ টি, (৫) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ১ টি, (৬) প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এন্ড চাইল্ড প্রটেকশন ম্যানেজমেন্ট- ১ টি, (৭) উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ৪ টি, (৮) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ২ টি, (৯) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং- ২ টি, (১০) ই-ফাইলিং ও নথি সিস্টেম ইউজার- ৩ টি, (১১) Managing Technology for e-government Officer (MTEGO)- ১টি, (১২) Annual Performance Agreement (APA)- ২টি, (১৩) Financial Management ৪ টি।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গ্রুপভিত্তিক উপপরিচালক বরাবরে মাঠ সংযুক্তি প্রদান করা হয়।
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ই-ফাইলিং উপর গুরুত্বরোপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের ৫৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৩৩০ জনকে (পুরুষ ৯৬৯ জন ও ৩৬১ জন নারী কর্মচারি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৪ হাজার ৫৭০ জন কর্মচারিকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৯ হাজার ৭৯৮ জন পুরুষ ও ৪ হাজার ৭৭২ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৭.০ বার্ষিক উন্নয়ন উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রতিবেদন বৎসরে প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২১ টি	১৩৪.৭০	১৩৩.৪৯	জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১২ টি

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সমাপ্ত ও নতুন প্রকল্পের তথ্য

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০৬ (ছয়)টি	১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ২. চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ৩. আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল	--	হাসপাতাল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ।

প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সরবরাহ এবং সেবা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

কন্সট্রাকসন অব হোস্টেল ফর দি সরকারী শিশু পরিবার (৮ ইউনিট)

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সরবরাহ এবং সেবা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, সম্মানী ভাতা, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ

❒ সম্মানী, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, জেনারেটর, ওয়াটার রিজার্ভার, সোলার পেনেল, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক হসপিটাল এট রাজবাড়ী

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, বেইজ লাইন সার্ভে অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/ এম্বুলেন্স, জেনারেটর, ওয়াটার রিজার্ভার, সোলার পেনেল, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব লক্ষীপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম, আসবাসপত্র, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন/এম্বুলেন্স, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, ভূমি ক্রয়, ভূমি উন্নয়ন, নির্মাণ ও পূর্ত ইত্যাদি

এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল

ক) ডায়াবেটিক রোগের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী;
খ) ডায়াবেটিক রোগীদের নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন সম্পর্কে সঠিক পরামর্শ প্রদান;
গ) দেশে ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্পর্কে চিকিৎসা/ সামাজিক/ পরামর্শ সেবা প্রদানসহ তাদের পরিবারে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
ঘ) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয়/ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
ঙ) দরিদ্র রোগীদের কমপক্ষে ৩০% বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

সেফ মাদারহোড একটিভিটিস ইন ৪ (ফোর) উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট

ক) নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করে সরাসরি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৪টি উপজেলার ১২০০ গ্রামের ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠির মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার শূন্যে নিয়ে আসা;
খ) সুবিধা বঞ্চিত অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা তৈরী করে তাদের সামাজিক নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

ক) প্রকল্প এলাকার ৬টি উপজেলায় Safe Motherhood Service এর মাধ্যমে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা;

খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের উপার্জন সক্ষম করে তুলে সমাজে অন্যায় নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য তৈরী করা; এবং

গ) অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাদের জীবন মান উন্নত করা।

ইস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হসপিটাল

ক) ৫০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

খ) ডায়াবেটিক ও ডায়াবেটিক সংশ্লিষ্ট যেমন- হার্ট, কিডনী, চক্ষু ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের জন্য জনগণকে সচেতন করা;

গ) ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঘ) সাধারন চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;

ঙ) ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং

চ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)

❒ প্রকল্পের জনবলের বেতন ও ভাতা, অন্যান্য, মনিটরিং সাপোর্ট ও ভ্রমণ ব্যয়, তথ্য, প্রতিবেদন ও ডকুমেন্টেশন, অফিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, আইপিএস, প্রিন্টার, শিশু ও যুবদের ক্রমাগত সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের শিশুবান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন ইত্যাদি।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট

❒ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬টি বালিকা হোস্টেল, ৫টি বালক হোস্টেল নির্মাণ এবং ২০টি বালক হোস্টেল সম্প্রসারণ করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

❒ ক্যান্সার রোগের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, নির্ণয় এবং মানসম্পন্ন আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন

জামালপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ

১) ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রয়াস প্রতিষ্ঠাকরণ (প্রশাসনিক ভবন এবং শিক্ষকদের আবাসনের জন্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা);

২) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু এবং কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

৩) অটিজম ও প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে সমাজ ও জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ সেবার চাহিদা সম্পন্নদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা;

৪) অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রচারণা।

জামালপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ

১) ১০০ শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

২) জনগণকে ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা;

৩) সাধারণ চিকিৎসার মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;

৪) ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং

৫) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রয়াস এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

১) শিশুদের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সকল তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ফলপ্রসূ পরিবেশ সৃষ্টি করা;
২) আনুষাঙ্গিক পর্যাপ্ত সুবিধা ও সেবাসহ কার্যাকর শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে এ ধরণের শিশুরা নিজেদেরকে সমাজে স্ব-স্বক্ষম এবং পুনর্বাসন করতে পারে;
৩) আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের যথাযথ এবং পর্যাপ্ত যত্ন এবং থেরাপি প্রদান;
৪) প্রতিবন্ধী শিশুদের উৎকর্ষ সাধন এবং যত্ন নেওয়ার জন্য শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং পিতা-মাতাকে অভিজ্ঞ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য গবেষণা কেন্দ্র, ল্যাবরেটরি এবং লাইব্রেরি স্থাপন;
৬) অটিজম এবং প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, যাতে তাদের জন্য বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরী হয়;
৭) ঘরের বাইরে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মত সকল সুবিধা সৃষ্টি করা;

এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

১) ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক হৃদরোগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হৃদরোগ রোগীদের চিকিৎসা সেবা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
২) প্রথম পর্যায়ে ৫০ শয্যা হৃদরোগ হাসপাতাল নির্মাণ করা;
৩) হার্টের রোগীদের জন্য আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;
৪) নির্দিষ্ট কিছু রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করা এবং ৩০% গরীব হৃদরোগ রোগীদের ইনডোর-আউটডোর ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা;
৫) স্থানীয় জনগণের মধ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও গণমাধ্যম এর হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা;
৬) ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; এবং
৭) হৃদরোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সঠিক রোগ নির্ণয়ে আরো গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এন্ড কমিউনিটি হসপিটাল, উখিয়া, কক্সবাজার

১) কমিউনিটি বেইজড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র এলাকাল রোগীর সার্বিক শারিরীক অবস্থার উন্নয়ন করা;
২) ৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৫ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা;
৩) সাধারণ চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে অত্র এলাকার জনগণ এবং ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা মান উন্নয়ন করা; এবং
৪) ন্যূনতম ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

আমাদের বাড়ী : সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস

১) অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত বৃদ্ধ এবং শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২) স্বাস্থ্যকর এবং মানসম্মত জীবন যাপনের লক্ষ্যে বৃদ্ধ ও শিশুদের নৈতিক ও বিনোদনমূলক সহায়তা প্রদান;
৩) খাদ্য, বস্ত্র এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিশেষ করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা প্রদান; এবং
৪) সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত প্রবীণ ও শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% বিনামূল্যে সেবা প্রদান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ

১) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, দারিদ্র্য দুরীকরণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
২) প্রতিবন্ধী শিশু, মহিলা ও পুরষদের মনোবল, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা।
৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারার সাথে একিভূতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
৪) প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং অতি দরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের ৪০% এর বেশীকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ

১) একটি পূর্ণ বর্ধিত ডায়াবেটিক হাসপাতাল উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন;
২) ডায়াবেটিক রোগের ভয়াবহতা বা ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরী করা;
৩) হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

৪) অত্র এলাকার সাধারণ মানুষকে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
৫) ৩০% গরীব, দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত ডায়াবেটিক রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
৬) মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং
৭) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসিক, সামাজিক এবং একাডেমিক উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা প্রদান।
২) অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থান ও অন্যান্য কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

৮.০ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সারসংক্ষেপ

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজসেবা অধিদফতর	১.	বয়স্কভাতা	৩১.৫০	১৮৯০০০.০০	৩০.০০ লক্ষ জন	১৪৪০০০.০০
	২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	১১.৫০	৬৯০০০.০০	১১.১৩২ লক্ষ জন	৫৩৪৩৪.০০
	৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	৭.৫০	৫৪০০০.০০	৬.০০ লক্ষ জন	৩৬০০০.০০
	৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	০.৭০	৪৭৮৮.০০	০.৬০ লক্ষ জন	৪১৮৮.০০
	৫.	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭১৪৫ জন ১৫৬ টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৪৯.২৪	১৭১৪৫ জন ১৫৬ টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৪৯.২৪
	৬.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৭২,০০০ জন ৩৭১০ টি প্রতিষ্ঠান	৮৬৪০.০০	৬৭,০৬৬ জন ৩৫২০ টি প্রতিষ্ঠান	৮০৪৮.০০
	৭.	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	৬৩২৩ টি পরিবার	৩০০.০০	৩০০০ টি পরিবার	৩০০.০০
	৮.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২৬০ জন	৫০.০০	১৭৫ জন	৫০.০০
	৯.	চাইল্ড সেনসেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (সিএসপিবি)	৮৮,০৭৭ জন	৭১৪.৩৪	৩৯,৫৮৯ জন	১০৩১.৭৯
	১০.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	১২৮৯ জন	১৭২৫.০০	২৪০২ জন	২১১০.০০
	১১.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৯৭০ জন	৯০০.০০	৬৬৬৯ জন	৮০০.০০
	১২.	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০,৩৮৫ জন	২০৬৮.৭২	৩০,১৬৫ জন	১৮.০০

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	১৩.	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০,০০০ জন	১৫০০.০০	২০,০০০ জন	৫০০.০০
	১৪.	ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	৬০০০ জন	৩০০০.০০	৩,৯৮০ জন	১০০০.০০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১৫.	ক) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র; খ) মোবাইল থেরাপি ভ্যান সার্ভিস	ক) ৩,০২,৭২৯ জন খ) ১৭,৬৩,৮২৩ জন	৫২.৪৩	ক) ৩৭০৪৬৪ জন খ) ২৫২৪০৫৩ জন	১৮০০.০০
	১৬.	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৭৭০৯ জন	১২.৫০	-	-
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১৭.	বিশেষ অনুদান	৩৯৫১ জন	৫০৫.০০	২৯২.৬৫	৩২৮১ জন
	১৮.	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন	৬০০০ জন	৩০০.০০	৬০০০ জন	৩০০.০০
	১৯.	নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন	৪০০০ জন	২০০.০০	৪০০০ জন	২০০.০০
	২০.	চা বাগান শ্রমিকসহ দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	-	-	৪০০০ জন	২০০.০০
	২১.	অকাল বন্যা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	৫৭০ জন	২০০.০০	-	-
	২২.	প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন	৩৩৭০০ জন	৩৫০.০০	২৮৭২৩ জন	৩০০.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজসেবা অধিদফতর

www.dss.gov.bd

১.০ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন অধিদফতরের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণ এ অধিদফতরের মূল লক্ষ্য। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে সমস্যাগ্রস্ত, অনগ্রসর, অসহায়, দুঃস্থ, বয়স্ক, বিপন্ন শিশু, এতিম, ভবঘুরে, প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি, দুঃস্থ রোগী, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন, বেকার এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তি রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর পিছিয়ে পড়া এ বিপুল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষা, আধুনিক সেবা প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়াধীন বিভিন্নমুখী কার্যক্রম/কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় উদ্ভুত বস্তি সমস্যাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে Urban Community Development Board, Dhaka এর নিয়ন্ত্রণে ১৯৫৫ সালে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইনের আওতায় ভবঘুরে কেন্দ্র (সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র) এবং ১৯৪৪ সালের এতিম ও বিধবা সদন আইনের আওতায় রাষ্ট্রীয় এতিমখানা (সরকারি শিশু পরিবার) এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন পরিবর্তিত হয়ে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ চালু হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কার্যক্রমের পরিধি ও পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভাগে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে এ বিভাগের কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্ত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের জাতি গঠনমূলক একটি অন্যতম পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান। এ অধিদফতর দেশের দুঃস্থ, বিপন্ন ও অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিশু কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করে চলেছে। অধিদফতরের সদর কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সহ মোট ১০২০টি ইউনিট কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ৫০টি নানাবিধ বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের পাশাপাশি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট সমাজের অবহেলিত ও হতদরিদ্র বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তি, পিতৃমাতৃহীন শিশু, ভবঘুরে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণে সহযোগে ও সংঘবদ্ধতায় কাজ করে যাচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম সরকারের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আজ দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুঁচিয়ে একটি ক্ষুধামুক্ত মানবিক সমাজ বিনির্মাণে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। অর্জিত এ সাফল্যের দাবীদার এ অধিদফতরও। দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের লক্ষ্য ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অনুপাত ১৫ শতাংশের নিচে অর্থাৎ ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা। সেই লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ ও দারিদ্র্য মুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এ অধিদফতর তার বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইট'টি ওয়েব পোর্টালে রূপান্তর, অফিস অটোমেশন, ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, সমাজসেবা ফেইস বুক পেইজ অন্যতম। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া ICT ল্যাব স্থাপনপূর্বক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ICT প্রশিক্ষণ, ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল ব্যবহার, Innovation Team গঠন, তথ্য আইন, ২০০৯ এর আলোকে

অধিদফতরের সকল ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি ও প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় Disability Information System (DIS) Software তৈরিপূর্বক এ অধিদফতর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলা ইশারা ভাষা দিবস অনুষ্ঠানে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও তেজগাঁও সার্কেলসহ দেশের সকল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সকল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যালয়ে সুবিস্তৃত। সমাজসেবা অধিদফতরের নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনে ৩ জন পরিচালক, ০৫ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ৮৭ জন উপপরিচালক, ১১২ জন সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ১১৪২টি প্রথম শ্রেণীর, ২৩৪টি দ্বিতীয় শ্রেণীর, ৬৩৯৪টি তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৪২০৮টি চতুর্থ শ্রেণীর এবং ১০৬টি খন্ডকালীন ডাক্তার ও ধর্মীয় শিক্ষক এর পদসহ মোট ১২০৮৪টি পদ রয়েছে। এসব পদে নিয়োজিত জনবল অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.১ সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সমাজসেবা অধিদফতর, সদর ইউনিট	১
২	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	১
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬
৪	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৫	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৮৮
৬	শহর সমাজসেবা কার্যালয়	৮০
৭	চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যালয়	৯৯
৮	প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়	৭০
৯	প্রতিষ্ঠান	২১১
	মোট	১০২০

সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল পরিস্থিতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদফতর	১১৪২	২৩৪	৬৩৯৪	৪২০৮	১০৬	৯৮৩	১১৬	৫৩০৮	৩৪৭৬	১০০

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৫৯	১১৮	১০৮৬	৭৩২	৬	১২০৮৪	৯৯৮৩	২১০১

৩.০ সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ-

৩.১ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা অর্জনসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৩.২ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;

৩.৩ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, ভবঘুরে, অপরাধপ্রবণ শিশু, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৩.৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজ উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ;

৩.৫ চা-শ্রমিকদের বছরের বিশেষ সময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান;

৩.৬ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত দরিদ্র হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

৩.৭ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;

৩.৮ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা;

৩.৯ এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৩.১০ সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমন্বয়করণ;

৩.১১ হাসপাতালে আগত দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা ও সেবা প্রদান;

৩.১২ প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রম;

৩.১৩ সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়নে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;

৩.১৪ কম্পিউটার ল্যাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;

৩.১৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে সরকার গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা; এবং

৩.১৬ ভৌগোলিক ও পরিবেশ বিবেচনায় এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৪.০ অধিদফতরের বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতরের মূল রাজস্ব বাজেটে ৪,১০৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে যা ৪০৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়।

১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ১১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান করা হয়। (মূল এডিপি বরাদ্দ ছিল ১০৪ কোটি ১৭ লক্ষ)

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যঃ

মোট প্রকল্প	ঃ	২২ টি
চলতি প্রকল্প	ঃ	১৪ টি
নতুন প্রকল্প	ঃ	৮ টি
২০১৬-২০১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	ঃ	১১৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা (৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য)
মোট অবমুক্ত	ঃ	১০৯৬২.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবি) (৭০০.০০) লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য)
মোট ব্যয়	ঃ	১১৫৪৬.০৭ লক্ষ টাকা (৭০০.০০) লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য)
আর্থিক অগ্রগতির হার	ঃ	৯৯%
বাস্তব অগ্রগতির হার	ঃ	১০০%
সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ	-
ক) উন্নয়ন	ঃ	০৩ টি
খ) রাজস্ব	ঃ	-

৫.০ সমাজসেবা অধিদফতরের উইং ভিত্তিক কার্যক্রমের বিবরণ

সমাজসেবা কার্যক্রমকে তিনটি অধিশাখার মাধ্যমে পরিচালিত করা হচ্ছে। যেমন ঃ

১. প্রশাসন ও অর্থ উইং;
২. কার্যক্রম উইং;
৩. প্রতিষ্ঠান উইং।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে প্রশাসন ও অর্থ উইং, পরিচালক (কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে কার্যক্রম উইং এবং পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান উইং এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.১. প্রশাসন ও অর্থ উইং কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

এ উইং সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত। অধিদফতরের কার্যক্রম উইং এবং প্রতিষ্ঠান উইং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রশাসন ও অর্থ উইং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রশাসন ও অর্থ উইং এর দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ :

৫.১.০১. সমাজসেবা অধিদফতরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুর এবং বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিস্পত্তিকরণ;

৫.১.০২. অধিদফতরের সকল প্রকার গোপনীয় রেকর্ডপত্র, দলিল, নথি ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫.১.০৩. সমাজসেবা অধিদফতরের সকল শাখার সাথে সমন্বয় সাধন এবং মাসিক সমন্বয় সভা আহবান, কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫.১.০৪. অধিদফতরের যানবাহন ক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫.১.০৫. রাজস্ব খাতের যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয়ে দরপত্র আহবান, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ;

৫.১.০৬. অধীনস্থ কার্যালয়ের সাথে পত্র ও ই-মেইল যোগাযোগ ও প্রাপ্ত পত্রাদির ওপর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১.০৭. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা;

৫.১.০৮. পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৫.১.০৯. প্রকাশনা, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৫.১.১০. অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১.১১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;

৫.১.১২. আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ;

৫.১.১৩. প্রটোকল সার্ভিস প্রদান করা;

৫.১.১৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের নীতির আলোকে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা।

প্রশাসনিক কার্যাবলী ছাড়াও এ উইংটি সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্বাবলী সম্পাদন করে থাকে। যেমনঃ-

৫.১.০১. আর্থিক বৎসরে অনোন্নয়ন খাতের সংশোধিত বাজেট, মধ্য মেয়াদি বাজেট এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন;

৫.১.০২. বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহে বিতরণ;

৫.১.০৩. বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের হিসাব সংরক্ষণ;

৫.১.০৪. সরকারি অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা;

৫.১.০৫. সরকারি আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আদেশের আলোকে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব বিবেচনা করা;

৫.১.০৬. সরকারি আর্থিক বিধির আলোকে বকেয়া দাবী পরিশোধ পরীক্ষাকরণ;

৫.১.০৭. অধীনস্থ অফিসসমূহের নিরীক্ষা কাজ সমাপ্তকরণ ও নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

৫.১.০৮. অধিদফতরের সকল সরকারি হিসাবে জমাকৃত অর্থ নিরীক্ষাকরণ;

৫.১.০৯. পেনশন সংক্রান্ত সকল পত্রাদি পরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণ;

৫.১.১০. সরকারি নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী সকল অগ্রিম মঞ্জুরীর প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ ও যথানিয়মে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫.১.১১. কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিল ও বকেয়া দাবী যাচাইপূর্বক অনুমোদন প্রদান;

৫.১.১২. অর্থবৎসর সমাপ্তিকালে অব্যয়িত অর্থ সমর্পন এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন।

৬.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই বর্তমান সরকারের -সেবা কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দ্রুত বাস্তবায়নে এবং ই-নেতৃত্ব বিকাশে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) এর সাথে একযোগে কাজ করতে সমাজসেবা অধিদফতর সবসময় বদ্ধপরিকর। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত আইসিটি বিষয়ক পদক্ষেপ:

৬.১. সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬.২. অফিস অটোমেশনের এর নিমিত্ত সকল অফিসে ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে এবং বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

৬.৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৬.৪. এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েব সাইট ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে রূপান্তরের কাজ জোরদারকরণ।

৬.৫. সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এবং কার্যক্রমের ওপর পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য সমাজসেবা ফেইসবুক ফেইজ সম্প্রসারণ।

৬.৬. সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য সিএমএস সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬.৭. ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ১ জুন/২০১৩ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০১৭ পর্যন্ত ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০০ জন এবং এন্ট্রিকৃত ডাটার সংখ্যা ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০০ জন।

৬.৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য Disability Information System(DIS) Software এ এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে।

৬.৯. Services for Children at Risk (SCAR) প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত Web-base Management Information System (MIS) তৈরির কাজ চলমান রয়েছে; যার মাধ্যমে অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের Database Software প্রস্তুত, Office Automation সহ মন্ত্রণালয়ের Border Institutional Capacity এর উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৬.১০. Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project এর আওতায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য Database Software প্রস্তুত করা হয়েছে; এছাড়া, Data সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে নিজস্ব ডাটাবেইজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

৬.১১. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজে গতিশীলতা আনায়ন উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন ও এর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৬.১৩. সমাজসেবা অধিদফতরে রাজস্ব খাতে নবসৃজিত ও রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদসমূহ সমন্বিত করে অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অডিট কার্যক্রমের অগ্রগতি

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।	১৬৮৭	৫৫.২৭	১০৪	৭৪১	১৭.৩৩	৯৪৬	৩৭.৯৪
	সর্বমোট =	১৬৮৭	৫৫.২৭	১০৪	৭৪১	১৭.৩৩	৯৪৬	৩৭.৯৪

৮.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ক অগ্রগতি

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৬-১৭) সমাজসেবা অধিদফতরে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২৩	০৭	২১	১৩	৪১	৮২

৯.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তথ্য

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ টি	৭৪ টি	--	৭৫ টি	--

১০.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭৬ জন	২৯২ জন	৪৬৮ জন	৩৭ জন	২২৬ জন	২৬৩ জন

১১.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ বিষয়ক তথ্য

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
৯৬ টি	২,৩৮০ জন	০৮ টি	৮৭০ জন

১২.০ কার্যক্রম উইং কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ

কার্যক্রম উইং সমাজসেবা অধিদফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উইং। এ উইং দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, চিকিৎসা সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা কার্যক্রম এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। এ উইং হতে কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তদারকি মূল্যায়ন, উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে বাস্তবমুখী দিক নির্দেশনা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। উইং এর কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১২.১ পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম;

১২.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম;

১২.৩ শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম;

১২.৪ দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম;

১২.৫ আশ্রয়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ঋণ কার্যক্রম;

১২.৬ বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম;

১২.৭ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম;

১২.৮ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম;

১২.৯ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম;

১২.১০ হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম;

১২.১১ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস;

১২.১২ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।

জাতীয় সমাজসেবা দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এমপি

উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও এ উইং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের জন্য পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের নিমিত্ত জরিপ, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন এবং ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা ও চা-শ্রমিকদের বিপদকালীন খাদ্য সহায়তায় নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিসমূহ নিম্নরুপ:

১২.১ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি;

১২.২ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি;

১২.৩ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি;

১২.৪ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি;

১২.৫ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি;

১২.৬ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

১৩.০ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির তথ্য

দরিদ্রতা বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। সরকারের যে সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচনে দায়িত্ব পালন করছে তার মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজ উন্নয়নে পাঁচটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, যার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক রেখে সমাজসেবা অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে (১) পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম (২) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (৩) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) (৪) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ও (৫) আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১। পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক দেশের অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত পল্লী এলাকায় বসবাসরত অসহায়, অবহেলিত পশ্চাৎপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৭৪ সালে দেশের তৎকালীন ১৯ টি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম সর্বপ্রথম চালু করা হয়। কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে এ কার্যক্রম আরো ২১টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচির

২য় পর্ব ১৯৮০-৮৭, ৩য় পর্ব ৮৭-৯২, ৪র্থ পর্ব ৯২-৯৫, ৫ম পর্ব ৯৫-২০০২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে রাজস্ব বাজেটে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-৬ প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৪ থেকে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে বরাদ্দ ও এর আওতা বৃদ্ধি করে প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপিআইসি) কর্তৃক ইউনিয়ন ও প্রকল্প গ্রাম নির্বাচন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট ১৬ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (ইউপিআইসি) কমিটি এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উপজেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটি কর্তৃক গ্রাম নির্বাচন করার পর গ্রামে বেইস লাইন জরিপের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে পরিবারগুলোকে ক, খ ও গ এই ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু গড় আয় (দরিদ্রতম) ক শ্রেণী, ৫০,০০১ হতে ৬০,০০০/- পর্যন্ত খ শ্রেণী, ৬০,০০১/- বা তদুর্ধ (দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে) গ শ্রেণী হিসেবে ধরা হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম শ্রেণীকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সংখ্যার দিক বিবেচনায় প্রতিটি কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে 'ক' ও 'খ' শ্রেণীভুক্ত পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কর্মদল গঠন করা হয়। প্রতিটি কর্মদল ১০ হতে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। গঠিত দলের মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সদস্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়ে থাকে।

ইউপিআইসি কমিটির অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বাধিক ৩ বার ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক মানদন্ডে শ্রেণী পরিবর্তনের বিষয়টি পুন:জরিপ করে মূল্যায়নপূর্বক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০/- টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যঃ

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১০৯০৬.৪৯ টাকা	১,০২,২৭৯ জন	১২০৫৩.৬১ টাকা	৮৮%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৮৪,১৫০ জন	১,০৫,৬৯০ জন	৩৯,৬৩৩ জন	৫৯,৮৫৭ জন	৬৯,৬৬৮ টি

২। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত একটি আদি কর্মসূচি। অধিদফতরের প্রারম্ভিক স্বল্পসংখ্যক কর্মসূচির মধ্যে এ কর্মসূচি অন্যতম এবং শহর সমাজসেবা উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত।

শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন এলাকা থেকে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের ভাসমান পরিবারের সদস্যদের সংগঠিত করে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে বাস্তবধর্মী কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। জীবিকার সন্ধানে আগত ছিন্নমূল এ জনগোষ্ঠী শহরের বিভিন্ন স্থানে, আনাচে কানাচে, ড্রেনের পার্শ্বে, পরিত্যক্ত অস্বাস্থ্যকর ডোবা বা জলাভূমির ধারে জীর্ণ কুটির তৈরী করে গড়ে তুলেছে অবাঞ্ছিত বস্তি। নোংরা পরিবেশ, জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার দরুণ অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি সমস্যায় শহর জীবন আজ বিপর্যস্ত। তাই সুপরিকল্পিতভাবে শহর এলাকায় বসবাসরত এই জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্য সীমিত সম্পদের মাধ্যমে সমস্যাবলীর সম্ভাব্য সমাধান করে জনজীবনে স্বস্তি বিধান ও জীবন মানোন্নয়ন যোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ১৯৫৫ সালে (Dhaka Urban Community Development Board) গঠন করে। এ বোর্ডের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকার কায়েতটুলীতে ১৯৫৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project (UCDP) চালু করা হয়। একই সালে এ প্রকল্পের সফলতা তদানীন্তন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রকল্পটি পাঁচশালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর আওতায় ঢাকা শহরের গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুর এলাকায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৬০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে আরও ১২টি প্রকল্প চালু হয় এবং প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ টি। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর এই প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান সফলতা এবং প্রসার অব্যাহত থাকে। শহর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে জুন, ৯৬ পর্যন্ত এ কার্যক্রমকে ৪৩ টি ইউনিটে উন্নীত করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জুলাই, ৯৬ সালে "শহর সমাজসেবা কর্মসূচির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-১ম পর্ব" নামে উন্নয়ন খাতে আরও ৭ টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে এ কর্মসূচির মোট ইউনিটের সংখ্যা ৫০ টিতে উন্নীত করা হয়। দেশের ৩৪ টি জেলা সদরে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দেশের অবশিষ্ট ৩০ জেলা সদর এলাকার লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে ২০০২-২০০৫ অর্থবছরে "শহর সমাজসেবা কর্মসূচির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-২য় পর্ব" শীর্ষক আরো একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় ৩০ টি নতুন জেলায় আরো ৩০ টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশের সকল জেলা এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছে।

UCD in Department of Social Services (DSS) নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে যেখানে কর্মকর্তা-সমাজকর্মী ও প্রশিক্ষকগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ;

২। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৩। দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম;

৪। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা প্রদান;

৫। সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ।

কার্যক্রম

ক. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ১৯৮০-৮১ অর্থবছর হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে;

খ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা;

গ. উদ্বুদ্ধকরণ ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা: পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা/সাক্ষরতা, বৃক্ষরোপণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন।

৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নামকরণ এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ একটি অধুনা ইনোভেশন। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ২৩ টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে (NTVQF Level-1-6) সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশের ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শহর সমাজসেবা কার্যালয়.. শিরোনামে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ সামনে রেখে শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অভিন্ন মডিউল ও সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে এবং এক একটি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ইন্সটিটিউট হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে।

বর্তমানে ১৮ টি ট্রেডে ৩৬০ ঘন্টার বেসিক কোর্সসহ নানামুখী প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যা দ্বারা সমন্বয় পরিষদ তথা সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। শহরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্র এবং সাধারণ প্রশিক্ষণার্থী ছাড়াও সমাজসেবা অধিদফতরের সুবিধাভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, হিজড়া, হরিজন, বেদে, দলিত ও সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার এবং বেসরকারি শিশু সদনসমূহের এতিম নিবাসীবৃন্দ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

কওমী মাদ্রাসার প্রশিক্ষণার্থী, মসজিদের ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এটুআই প্রকল্পের প্রস্তাবনা মতে কওমী মাদ্রাসার প্রশিক্ষণার্থী, মসজিদের ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদেরও এ প্রশিক্ষণের আওতায় এনে সমাজ বিনির্মাণ তথা জাতীয় আয়ে ভূমিকা রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

দীর্ঘ মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত জেলখানার কয়েদীদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়ন

সংশ্লিষ্ট জেলার শহর সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত জেলখানার কয়েদীদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ প্রদান করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ, কর্মত্রের অপার সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করেছে। এ মূহুর্তে দেশের ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এক একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপ লাভ করেছে।

এক নজরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি:

- মূলধন তহবিল : ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪১২ টাকা।
- বিনিয়োগ : ৩০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৬০ টাকা।
- সামাজিক খাতে ব্যয় : ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার ২৭ টাকা।
- অবিনিয়োগ : ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৭২৫ টাকা।
- আদায়যোগ্য : ৩২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৫৯ টাকা।
- আদায়কৃত : ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৮১ টাকা।

- আদায়ের হার : ৯২.৩৩%।
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃ বিনিয়োগ : ৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৮৫ টাকা।
- আদায়যোগ্য : ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার ৩৬৮ টাকা।
- আদায়কৃত : ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ ০৯ হাজার ৭৯০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৮২.২৩%।
- সঞ্চয় আদায় : ৯৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৪৪ টাকা।
- সার্ভিস চার্জ আদায় : ৫ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার ২১৬ টাকা।
- সার্ভিস চার্জ বিনিয়োগ : ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৩০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৯১.৪৫%।
- সার্ভিস চার্জ পুনঃ বিনিয়োগ : ৬ কোটি ১২ লক্ষ ৮২ হাজার ২১০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৯৪.৬৫%
- অর্জিত ব্যাংক সুদ : ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৬১ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা : ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭১৩ টি পরিবার।
- কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা : ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৪৭ জন।
- সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা : ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৯৫ জন।
- সামাজিক মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধি : ৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০৬ জন।
- সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে সমতা লাভ : ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৫৩ জন।

৩। পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC)

১৯৭৫ সনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যারোধ এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলেও নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির ভূমিকা অতীব ফলপ্রসু। প্রকল্পটির ৪ টি পর্ব বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হলেও ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে।

দেশের ৬৪ টি জেলার ৩১৮ টি উপজেলার ৩১০৫টি ইউনিয়নের ১২,৯৫৬টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০০৪ সালে সমাপ্ত হলেও বর্তমানে বিদ্যমান জনবল দ্বারা মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিগত ৪২ বছরে (১৯৭৫ হতে জুন/২০১৭) ১২,৮৮,৫০৬ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯,৬৪,৬৫৬ জন মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত আকারে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩৮ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। যার মাধ্যমে ৮,৬৮,৫৬১ টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য:

ক্রঃ নং	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৮২.০০ লক্ষ টাকা	৩,৯৯৫ জন	১৬০.০০ লক্ষ টাকা	৮৮%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৯৮০ জন	১০০০ জন	১,২০০ জন	১,১০০ জন	১,৫০০ টি

৪। দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মস্থানের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও তাদের দক্ষতা ও সমতাভিত্তিক উপার্জনমূখী কাজে পুঁজি সরবরাহ, সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা ও উপার্জনমূখী কাজ, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অনুদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সর্বোপরি দগ্ধ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা, এসিড নিক্ষেপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক কাজে আর্থিক ঋণ সহায়তা দিয়ে এ সকল অসহায় লোকদের উন্নয়ন স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- সমগ্র বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলা ও ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ের পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর জন প্রতি ৫,০০০/- হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ (দুই) মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী দগ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অনুদান দেয়া হয়।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের "জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি" ও জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলাতে ১৩ সদস্যের "জেলা স্টিয়ারিং কমিটি" আছে। উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের "উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি" এবং মহানগর এলাকার জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি" কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একনজরে এ কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য:

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	১১৬৭.০৩ লক্ষ টাকা	৬,৩২৩ জন	১২৩৮.২২ লক্ষ টাকা	৭৯%

৫। আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের উপকারভোগীরাই ঋণ গ্রহণে লক্ষ্য ভুক্ত পরিবার হিসেবে বিবেচিত হয়। ঋণ গ্রহীতার (পুরুষ/মহিলা) বয়স ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ বৎসর হতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতাদের প্রকল্পের আওতায় বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিতি হতে হবে।

দেশের ৫৭টি জেলার অন্তর্গত ১৮১টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি।

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার প্রতি ২০০০/- হতে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

ক্রমিক	মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
০১.	১৪.৭৯ লক্ষ টাকা	২.২৬ লক্ষ টাকা	৪৫জন	০.৭০ লক্ষ টাকা

আদায়ের হার	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	আদায়কৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	মন্তব্য
৬	৭	৮	৯	১০
৩১%	৯৫ জন	.২৫ লক্ষ টাকা	.৩৫১ লক্ষ টাকা	

১৪.০ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচন, বয়স্কভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ সকল ভাতা কর্মসূচির তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো :

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৭ অনুষ্ঠানে মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০১৬ অনুষ্ঠানে মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

১৪.১ বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রাণবন্ত ও দরিদ্রবান্ধব হয়ে ওঠে। সরকার ভাতার পরিমাণ এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

এক বছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র:নং	কর্মসূচির নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমাণ
০১.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	২০১৬-১৭	৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জন	১৮৯০ কোটি টাকা	৫০০ টাকা

১৪.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতররের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। সরকার এ কার্যক্রমের অধিক গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে পুনরায় এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে সমাজসেবা অধিদফতর পূর্বের ন্যায় মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে।

গত এক বছরের ভাতার পরিমাণ ও ভাতাভোগীর সংখ্যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্র:নং	কর্মসূচির নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমাণ
০১.	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা প্রদান কর্মসূচি	২০১৬-১৭	১১ লক্ষ ৫০ হাজার জন	৬৯০ কোটি টাকা	৫০০ টাকা

১৪.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। পরবর্তীতে সরকার ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

গত এক বছরের ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্র:নং	কর্মসূচির নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমাণ
০১.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০১৬-১৭	৭ লক্ষ ৫০ হাজার জন	৫৪০ কোটি টাকা	৬০০ টাকা

১৪.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্থাভাবে লেখাপড়া থেকে ঝরে না পরে সে জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রবর্তন করেছেন 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি' কার্যক্রম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপকারভোগী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৪১ জন এবং বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি।

গত এক বছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধির তথ্য নিম্নরূপ:

ক্র:নং	কর্মসূচির নাম	অর্থ বছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	ভাতার পরিমাণ
০১.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৬-১৭	৭০ হাজার জন	৪৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা	১। প্রাথমিক স্তর ৫০০ টাকা ২। মাধ্যমিক স্তর ৬০০ টাকা ৩। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৭০০ টাকা ৪। উচ্চতর স্তর ১২০০ টাকা।

১৫.০ সেবামূলক কার্যক্রম

১৫.১ হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২ (দুই) জন চিকিৎসা সমাজকর্মী নিয়োগ করা হয়। এ কর্মসূচি বিশেষ ফলপ্রসূ হওয়ায় ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকাস্থ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মহাখালিস্থ বক্ষব্যাধি হাসপাতালে এ প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হয়। এভাবে মোট ৩৮ জন চিকিৎসা সমাজকর্মী নিযুক্ত হন। অতঃপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের ১২টি হাসপাতালে ১২টি ইউনিট স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ঢাকা মহানগরীর ২টি এবং খুলনা শহরে ১টি ও ৩৩টি নতুন জেলা সদরে ৩৩টি সহ মোট ৩৬টি হাসপাতালে উন্নয়ন খাতে ৩৬টি ইউনিট চালু করা হয়। ১৯৯৪ সালে আরো ৮টি হাসপাতালে নতুন ৮টি ইউনিট চালু করা হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ৬৪টি জেলায় রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্বখাতে সরকারি ও বেসরকারি মোট-৯৯টি ইউনিটসহ আরো ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন পূর্বক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ কর্মসূচির সংখ্যা-৫১৮টি।

১। কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থান

বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, জেলা সদর হাসপাতালসমূহ ও ৪১৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ নিম্নবর্ণিত বেসরকারি হাসপাতাল :

(১) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক হাসপাতাল (বারডেম), শাহবাগ, ঢাকা;
(২) ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ফার্মগেইট, ঢাকা;
(৩) ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শ্যামলী, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
(৪) বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম;
(৫) ডাঃ এম আর খান শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ, মিরপুর, ঢাকা;
(৬) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা;
(৭) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা;
(৮) বাংলাদেশ মেডেকেল কলেজ হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা।
(৯) হলি ফ্যামিলী রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

০২। রূপকল্প (Vision)

রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে হাসপাতালে আগত ও চিকিৎসারত দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা সেবাকে পরিপূর্ণ ও কার্যকর করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে কর্মক্ষম করে তুলে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করাই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

০৩। অভিলক্ষ্য (Mission)

(ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building), Counseling ও Motivation এর মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা;

(খ) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা (Test), পথ্য, বস্ত্র, রক্ত দান, চশমা, ক্রাচ, কৃত্রিম অঙ্গ, যাতায়াত ভাড়া, মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও সৎকার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান;

(গ) হাসপাতালে পরিত্যক্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী ও প্রবীণদের সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করা অথবা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে পুনর্বাসনে সহায়তা করা;

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) হাসপাতালে আগত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান।

(খ) দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ রোগীদের প্রয়োজনে আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য প্রদান।

(গ) দরিদ্র রোগীদের রক্তের প্রয়োজন হলে সমিতির তহবিল হতে রক্তের ব্যবস্থা করা। ব্লাড ব্যাংক হতে রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য ও সমাজে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঙ) সমাজকর্মে নিয়োজিত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

(চ) চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের ফলোআপ করা।

(ছ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান দান।

(জ) কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্বসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

(খ) বিধি মোতাবেক সরকারি অর্থ ব্যয় ও এ সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করা;

(গ) গঠনতন্ত্র মোতাবেক পদাধিকারবলে রোগী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা (একাধিক কর্মকর্তার ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ সমাজসেবা কর্মকর্তা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব এবং কনিষ্ঠ কর্মকর্তা যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন);

(ঘ) অধিনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব বন্টন ও নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঙ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত ওয়ার্ড রাউন্ড দেয়া এবং কর্মকালীন এ্যাপ্রোণ পরিধান করা;

(চ) চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আগত শিশু, নারী, প্রবীণ (সিনিয়র সিটিজেন) ও প্রতিবন্ধী রোগীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা;

(ছ) রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে অসহায়, দুঃস্থ ও হতদরিদ্র রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীাসহ চিকিৎসা ব্যয়ে আর্থিক সহায়তা যেমনঃ ঔষধপত্র, পথ্য, বস্ত্র, যাতায়াত ভাড়া, চিকিৎসা উপকরণ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(জ) রক্ত সরবরাহকারী ডোনারের তালিকা (মোবাইল নম্বরসহ) সংরক্ষণ জরুরী প্রয়োজনে বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহ এবং প্রয়োজনে সমিতির তহবিল হতে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) সরাসরি ডোনারের সহায়তায় রোগীদের চিত্তবিনোদন (টিভি, পত্রিকা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বই, ম্যাগাজিন) ও ক্ষেত্রমতে শিশুদের খেলাঘর স্থাপনের ব্যবস্থা করে রোগীর মানসিক বিকাশ ও সুস্থতা বিধানে সহায়তা প্রদান;

(ঞ) হাসপাতালের বেওয়ারিশ ও অন্যান্য মৃত ব্যক্তির সৎকার ও লাশ পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) আশ্রয়হীন, ঠিকানাহীন ও পরিত্যক্ত শিশুদের চিকিৎসা শেষে সমাজসেবা অধিদফতরের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(ঠ) বিরল/বিশেষ কোন চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কর্তৃক রেফাউকৃত রোগীকে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে ভর্তি ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ড) পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এবং বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান;

(ঢ) হাসপাতালে থাকাকালীন রোগীর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বাড়ীতে পত্র যোগাযোগ(সামাজিক মাধ্যম), ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর রোগীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া ও নিয়মিত ফলোআপ করা;

(ণ) সমিতির তহবিল বৃদ্ধিকল্পে নিয়মিত সমাজের দানশীল ব্যক্তিবর্গ/সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন উৎস থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির জন্য আর্থিক, দ্রব্যসামগ্রী ও সম্পদ সংগ্রহ করা, যেমনঃ যাকাত-সদস্য চাঁদা, যাকাত-ফেতরা, দান, অনুদান ইত্যাদি;

(ত) সমিতির একটি স্থায়ী ফান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আয়বর্ধক কর্মসূচি হাতে নেয়া যেমনঃ এসিআর, হাজীদের মেডিকেল চেক আপ, আউটডোর টিকিট থেকে একটি অংশ সংগ্রহ, মটর সাইকেল স্ট্যান্ড ভাড়া, কেন্টিন ও দোকান ভাড়া ইত্যাদি;

(থ) রোগী কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির উপর সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা এবং এ সংক্রান্ত লিফলেট, পোষ্টার, পুস্তিকা ও স্মরণিকা প্রকাশ করে সমিতির কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

রোগীকল্যাণ সমিতি

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা কার্যক্রমকে জোরদারকরণের জন্য প্রতিটি হাসপাতালে আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত 'রোগীকল্যাণ সমিতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠন ১৯৬১ সনের ৪৬ নং "স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্সের আওতায় নিবন্ধিকৃত। সংগঠনটি সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট সমাজকর্মী, দানশীল ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। উক্ত নিবন্ধিকৃত সমিতিসমূহ মূলতঃ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদানসহ রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে ও রোগীকল্যাণ সমিতির তহবিল সংগ্রহ এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে। মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫১৮টি রোগীকল্যাণ সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে।

সমিতির আয়ের উৎস

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর এককালীন বার্ষিক অনুদান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত দান, অনুদান, যাকাত, ফেতরা ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক ও অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও রোগীকল্যাণ সমিতির আজীবন ও সাধারণ সদস্য ভর্তি ফি এবং মাসিক চাঁদা ও রোগী কল্যাণ সমিতির আয়ের উৎস।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রাপ্ত অনুদানের বিবরণ:

ক্রমিক	অর্থবছর	অনুদানপ্রাপ্ত রোগীকল্যাণ সমিতির সংখ্যা	অনুদানকৃত অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪
১	২০১৬-২০১৭	৯১টি রোগীকল্যাণ সমিতি (মহানগর ও জেলা)	৭,৭০,০০,০০০/- (সাত কোটি সত্তর লক্ষ)টাকা
		৪১৯টি রোগীকল্যাণ সমিতি (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অবস্থিত)	

কার্যক্রমের শুরু হতে জুন ২০১৭ মাস পর্যন্ত হাসপাতালে আগত গরীব, অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্র্যাচ, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অংগ ইত্যাদি সেবা সহ আর্থিক, সামাজিক ও অন্যান্যভাবে উপকৃত রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৭জন।

তাছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দরিদ্র ও দুঃস্থ রোগীকে আর্থিক সহায়তাসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯৯টি কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭,৬৬,০০০ জন গরীব অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর মাধ্যমে গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস

অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। অনেকে শৈশব থেকেই অপরাধ শুরু করে। কখনও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে আবার কখনও সজ্ঞানে। এটা সমাজ ও আইনের চোখে অন্যায়। তাই প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধীদের বিচার করে তাদের শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। তাই সম্প্রতি চিন্তাবিদগণ, অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শারীরিক শাস্তি বিধানের মাধ্যমে অপরাধীদের সংশোধন করা সম্ভব নয়। কঠোর শাস্তি বিধান ও ভীতিপ্রদ উদাহরণ হিসাবে ভবিষ্যতে কোনক্রমেই কোন অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা নিবৃত্ত করেনা। অপরাধীকে সমাজে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে পুনর্বাসনেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। একজন কিশোর অপরাধীকে যখন অপরাধের দায়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয় তখন একদিকে তার সমাজের প্রতি শত্রুতামূলক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে কারাগারে থাকাকালীন অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে তাদের থেকে মারাত্মক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতিকর কুশিক্ষা লাভ করে থাকে। এর ফলে কারামুক্ত হয়ে সমাজের চোখে সে দাগী বিবেচিত হয় এবং সমাজের সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ তার উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং সকল সুযোগ সুবিধা থেকে সে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ, আধুনিক চিন্তাবিদগণ ও সমাজকর্মীগণ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে শাস্তি দান ব্যবস্থার পরিবর্তে গঠনমূলক সংশোধন উদ্ভাবন করেছেন। তাদের গবেষণা ও চিন্তাভাবনার ফলে বর্তমান যুগে অপরাধ সংশোধন ব্যবস্থার নতুন দর্শন সৃষ্টি হয়েছে- অপরাধীদের দীর্ঘকালীন শাস্তি না দিয়ে তার পরিবর্তে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের সমাজে পুনর্বাসন ও তাদের চরিত্র সংশোধনমূলক কর্মসূচি।

১৯৬০ সালে প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স জারীর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং দুটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় যথা:(১) প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিস।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কাযক্রম চালু রয়েছে যথাঃ

ঢাকা বিভাগ

১	প্রবেশন অফিস, ঢাকা	৭	প্রবেশন অফিস, ময়মনসিংহ	১৩	প্রবেশন অফিস, ফরিদপুর
২	প্রবেশন অফিস, গাজীপুর	৮	প্রবেশন অফিস, টাংগাইল	১৪	প্রবেশন অফিস, রাজবাড়ী
৩	প্রবেশন অফিস, নারায়ণগঞ্জ	৯	প্রবেশন অফিস, নেত্রকোনা	১৫	প্রবেশন অফিস, শরীয়তপুর
৪	প্রবেশন অফিস, মুন্সিগঞ্জ	১০	প্রবেশন অফিস, জামালপুর	১৬	প্রবেশন অফিস, মাদারীপুর
৫	প্রবেশন অফিস, নরসিংদী	১১	প্রবেশন অফিস, কিশোরগঞ্জ	১৭	প্রবেশন অফিস, গোপালগঞ্জ
৬	প্রবেশন অফিস, মানিকগঞ্জ	১২	প্রবেশন অফিস, শেরপুর		

রাজশাহী বিভাগ

১৮	প্রবেশন অফিস, রাজশাহী	২২	প্রবেশন অফিস, পাবনা
১৯	প্রবেশন অফিস, নওগাঁ	২৩	প্রবেশন অফিস, সিরাজগঞ্জ
২০	প্রবেশন অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৪	প্রবেশন অফিস, বগুড়া
২১	প্রবেশন অফিস, নাটোর	২৫	প্রবেশন অফিস, জয়পুরহাট

রংপুর বিভাগ

২৬	প্রবেশন অফিস, রংপুর	৩০	প্রবেশন অফিস, গাইবান্ধা
২৭	প্রবেশন অফিস, লালমনিরহাট	৩১	প্রবেশন অফিস, কুড়িগ্রাম
২৮	প্রবেশন অফিস, নীলফামারী	৩২	প্রবেশন অফিস, ঠাকুরগাঁও
২৯	প্রবেশন অফিস, দিনাজপুর	৩৩	প্রবেশন অফিস, পঞ্চগড়

খুলনা বিভাগ

৩৪	প্রবেশন অফিস, খুলনা	৩৯	প্রবেশন অফিস, ঝিনাইদহ
৩৫	প্রবেশন অফিস, বাগেরহাট	৪০	প্রবেশন অফিস, নড়াইল
৩৬	প্রবেশন অফিস, সাতক্ষীরা	৪১	প্রবেশন অফিস, কুষ্টিয়া
৩৭	প্রবেশন অফিস, যশোর	৪২	প্রবেশন অফিস, চুয়াডাংগা
৩৮	প্রবেশন অফিস, মাগুড়া	৪৩	প্রবেশন অফিস, মেহেরপুর

চট্টগ্রাম বিভাগ

৪৪	প্রবেশন অফিস, চট্টগ্রাম	৫০	প্রবেশন অফিস, কুমিল্লা
৪৫	প্রবেশন অফিস, কক্সবাজার	৫১	প্রবেশন অফিস, নোয়াখালী
৪৬	প্রবেশন অফিস, খাগড়াছড়ি	৫২	প্রবেশন অফিস, ফেনী
৪৭	প্রবেশন অফিস, বান্দরবান	৫৩	প্রবেশন অফিস, লক্ষীপুর
৪৮	প্রবেশন অফিস, রাংগামাটি	৫৪	প্রবেশন অফিস, চাঁদপুর
৪৯	প্রবেশন অফিস, বি-বাড়িয়া		

সিলেট বিভাগ

৫৫	প্রবেশন অফিস, সিলেট	৫৭	প্রবেশন অফিস, হবিগঞ্জ
৫৬	প্রবেশন অফিস, সুনামগঞ্জ	৫৮	প্রবেশন অফিস, মৌলভীবাজার

বরিশাল বিভাগ

৫৯	প্রবেশন অফিস, বরিশাল	৬২	প্রবেশন অফিস, বরগুনা
৬০	প্রবেশন অফিস, ঝালকাঠি	৬৩	প্রবেশন অফিস, ভোলা
৬১	প্রবেশন অফিস, পিরোজপুর	৬৪	প্রবেশন অফিস, পটুয়াখালী

বিভাগীয় সি এম এম কোর্ট

৬৫	সি এম এম কোর্ট, ঢাকা	৬৮	সি এম এম কোর্ট, বরিশাল
৬৬	সি এম এম কোর্ট চট্টগ্রাম	৬৯	সি এম এম কোর্ট, রাজশাহী
৬৭	সি এম এম কোর্ট, খুলনা	৭০	সি এম এম কোর্ট, সিলেট

তাছাড়া নিম্নলিখিত কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণও তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

১. ৪০০ উপজেলায় নিয়োজিত ৪০০ জন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।
২. ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগীয় শহর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত সমাজসেবা অফিসার।

প্রবেশনের মূল উদ্দেশ্য

১. সামাজিক ও মনস্তাত্তিক চিকিৎসার মাধ্যমে অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয় পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা।
২. কিশোর অপরাধীকে কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে দূরে রাখা।
৩. সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।
৪. অপরাধীদের পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরূপ মনোভাব দূর করে তাদেরকে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৫. অপরাধীকে সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা।
৬. সম্ভব হলে অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৭. অপরাধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। অপরাধ ব্যক্তিকে সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে জীবনটাকে কলুষিত করে, এ ব্যাপারে অপরাধীকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা।
৮. সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে দাগী আসামী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা।
৯. অপরাধীকে প্রথমবারের মত আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেয়া ও সাহায্য করা।
১০. সমাজে অপরাধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা।

আফটার কেয়ার সার্ভিস

জেল ফেরত কয়েদীদেরকে মুক্ত সমাজে পুনর্বাসন করার চেষ্টাকে আফটার কেয়ার সার্ভিস বলা হয়। তবে প্রকল্পের স্বার্থে জেলখানার অভ্যন্তরেও কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; যা কয়েদীদের আত্মশুদ্ধি ও পুনর্বাসনে সাহায্য করবে। বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ বিভাগের আওতাধীন ১৯৬২ সালে এই সার্ভিস চালু করা হয়।

আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য

১. মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
২. প্রয়োজনবোধে কয়েদীদেরকে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৩. কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা।
৪. প্রয়োজনবোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এককালীন আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া।
৫. অপরাধীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের মধ্যে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬. আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হতে বঞ্চিত আছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
৭. কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮. শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৯. কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের কুটির শিল্পে কাজের ব্যবস্থা করা।

কিভাবে প্রবেশন মঞ্জুর করা হয়

প্রবেশন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে যখন দোষী সাব্যস্ত হয় তখন চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রেখে কর্তবরত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করে প্রবেশন বিধির ১২ নং ধারায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী একটি বিস্তারিত প্রাক দন্ডাদেশ রিপোর্ট করতে বলা হয়। প্রবেশন অফিসার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধীর চরিত্র, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবার ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি তদন্ত করেন। অপরাধীর দৈহিক অবস্থা, ব্যক্তি অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এই তদন্তের বিষয়বস্তু। তদন্ত করে প্রবেশন অফিসার যদি বুঝতে পারেন যে, অপরাধী সংশোধনের পর্যায়ে আছেন তা হলে তিনি প্রবেশনের জন্য সুপারিশ করে থাকেন। নতুবা অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট অপরাধীর শাস্তি স্থগিতের স্বপক্ষে হলে তার জন্য বিচারক প্রবেশন মঞ্জুর করে থাকেন।

প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হতে যারা প্রথম অপরাধ করেছে সেই ধরনের কেস সংগ্রহ করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী ফরম ও বন্ড সই করেন।
২. অপরাধীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।
৩. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স এর ৫ নং ধারা অনুযায়ী অপরাধীদের পর্যবেক্ষণ ও তাদের বন্ডসমূহ পালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করেন।
৪. সহকারী পরিচালক (প্রবেশন ও আফটার কেয়ার) এর নিকট অপরাধীদের আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন।
৫. অপরাধীদের সংগে বন্ধুসুলভ আচরণ, সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের উপযোগী কোন পেশায় তাদেরকে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করেন।
৬. প্রবেশন অফিসার অপরাধীদের নিজ সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।
৭. অপরাধীদের সকল বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা ও বিশ্বাস স্থাপন করা প্রবেশন অফিসারের পেশাগত দায়িত্ব।
৮. প্রতিটি অপরাধীর বিষয়ে কেস রেকর্ড রাখা।
৯. অপরাধীদের প্রতি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদেরকে সহানুভূতিশীল করে তোলা এবং অপরাধীদেরকে নিজেদের ভুল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান এবং আত্মসুদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করা।
১০. সম্ভব হলে অপরাধীদের বিদ্যা ও ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১১. কারাগারে কয়েদীদের কেস হিস্ট্রী সংগ্রহ করা ও রেকর্ড রাখা।
১২. কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।
১৩. প্রয়োজনবোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এককালীন লোন দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ করে দেওয়া।
১৪. অপরাধীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অফিসের সাথে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৫. আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
১৬. কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
১৭. কারাগারের অভ্যন্তরে বৃত্তিমূলক কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করা যাতে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে।
১৮. শারিরীক ও মানসিক উন্নতিকল্পে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
১৯. কিশোর ও মহিলা কয়েদীরা যাতে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে সেজন্য দালালদের হাত হতে রক্ষা করার নিমিত্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
২০. কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
২১. বর্ণিত কর্তব্য ও দায়িত্ব একজন প্রবেশন অফিসারের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই সংশোধন ও পুনর্বাসন কমিটি (স্বেচ্ছাসেবী) গঠন করে তার মাধ্যমে প্রবেশন অফিসারকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এ কমিটির মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহ এবং কমিটি প্রবেশন অফিসারকে তার কার্যাবলীর বিষয়ে সক্রিয় সহায়তা করবেন।

৬৪টি জেলায় ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি রয়েছে। উক্ত সমিতি প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ৬৪টি জেলায় অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে এককালীন বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অনুদান প্রাপ্তির তথ্য

ক্রমিক	অর্থবছর	অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বার্সন সমিতির সংখ্যা	অনুদানকৃত অর্থের পরিমান
১	২	৩	৪
১	২০১৬-২০১৭	৬৪ জেলায় ৬৪টি	লক্ষ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রমিক	অর্থবছর	সেবার ধরণ	উপকৃতের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	২০১৬-২০১৭	প্রবেশনে মুক্তি/জামিনের মাধ্যমে	৮৬০
	২০১৬-২০১৭	আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে	২৪৯৫

১৬.০ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অধিদফতর হতে ৮৫৫ টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত মোট ৬০,২১৪ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়।
- নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮২৭ টি সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।
- বিলুপ্ত সংস্থার মধ্যে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে ২৬টি সংস্থাকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। বর্তমানে ৫১,৯৭২টি সংস্থা সক্রিয় রয়েছে।

১৭.০ রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত কর্মসূচি

সমাজসেবা অধিদফতর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন- হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের জন্য পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের নিমিত্ত জরিপ, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন এবং ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা ও চা-শ্রমিকদের বিপদকালীন খাদ্য সহায়তায় প্রদানের নিমিত্ত (১) হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, (২) বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, (৩) প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি, (৪) ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কর্মসূচি, (৫) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি ও (৬) চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১৭.১ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। ৭টি জেলা হচ্ছে যথাক্রমে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া এবং সিলেট।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯,০০,০০,০০০/- (নয় কোটি) টাকা। ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক -	ঃ ৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক -	ঃ ৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	ঃ ৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক -	ঃ ১০০০/-

২. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা মাসিক ৬০০/- করে প্রদান;
৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
৪. ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা

❑ বয়স্ক/বিশেষ ভাতাভোগী	ঃ ২৩৪০ জন।
❑ ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী	ঃ ১৩৩০জন।
❑ আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	ঃ ১৬৫০ জন। (৩৩ জেলায় ৫০ জন করে)
❑ প্রশিক্ষণ সহায়তা গ্রহণকারী হবে	ঃ ১৬৫০ জন।
❑ মোট উপকারভোগী	ঃ ৬৯৭০ জন।

১৭.২ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬৬,০০,০০০ (ছিষট্টি লক্ষ) টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। মোট ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. বেদে ও অনগ্রসরস্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তির হার যথাক্রমেঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর মাসিক -	ঃ ৩০০/-
(খ) মাধ্যমিক স্তর মাসিক -	ঃ ৪৫০/-
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর মাসিক-	ঃ ৬০০/-
(ঘ) উচ্চতর স্তর মাসিক -	ঃ ১০০০/-

২. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল বেদে ও অনগ্রসরদের বয়স্ক ভাতা/বিশেষ ভাতা মাসিক ৫০০/- করে প্রদান;
৩. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
৪. ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট উপকারভোগীদের সংখ্যা

❑ বয়স্ক ভাতাভোগী	ঃ ১৯৩০০ জন।
❑ শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী	ঃ ৮৫৮৫ জন।
❑ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	ঃ ১২৫০ জন।
❑ প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা গ্রহণকারী	ঃ ১২৫০ জন।
❑ মোট উপকৃতের সংখ্যা	ঃ ৩০৩৮৫ জন।

১৭.৩ 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি

২০১১-১২ অর্থ বছরে পাইলটভিত্তিতে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাইলট ভিত্তিতে জরিপ পরিচালিত উপজেলা ব্যতীত দেশের অবশিষ্ট এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জরিপ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন মেয়াদে জাতীয় কর্মশালা, বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ে অবহিতকরণ সভা, তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার, ডাক্তার ও কনসালট্যান্ট এবং সফটওয়্যারসহ মোট ৬৭৯ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫,৪৪১ জনকে প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের আওতায় আনা হয়। গত ১ জুন ২০১৩ থেকে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাদ পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে জরিপভুক্তকরণ ও ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজ্‌ড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এন্ট্রিকৃত ডাটা সংশোধনপূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ করা হচ্ছে। ১২ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত সম্পন্ন এবং তাদের তথ্যাদি Disability Information System'এ এন্ট্রি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

১৭.৪ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো অমর্যাদাকর পেশা থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আবাসন, ভরণপোষণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নেয়। আগস্ট ২০১০ খ্রিঃ থেকে এ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। এর মূল লক্ষ্য হল ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা। পরোক্ষভাবে ভিক্ষুকদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন।

ঢাকা মহানগরের ১০ টি জোনে ১০ টি এনজিও'র মাধ্যমে ২০১১ সনে ০১ (এক) দিনে ১০,০০০ হাজার ভিক্ষুকের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। জরিপকৃত ভিক্ষুকদের তথ্য উপাত্ত নিয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ১০,০০০ জন ভিক্ষুক হতে ২০০০ জন ভিক্ষুককে নিজ নিজ জেলায় পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করা হয়। দেশব্যাপী প্রসারের পূর্বে পদ্ধতিগত কার্যকারিতা নির্ভুল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় ৬৬ জন ভিক্ষুককে রিকশা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নিমিত্ত পাইলট কর্মসূচি পরিচালনা করা হযেছে। বর্ণিত জেলা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ময়মনসিংহ জেলায় পুনর্বাসিত (ঢাকায় পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত) ভিক্ষুকদের বেশির ভাগই রিকশা, ভ্যান বিক্রি করে পুনরায় ঢাকায় চলে এসেছে। তবে জামালপুর জেলায় পুনর্বাসিত স্থানীয় ভিক্ষুকগণ রিকশা, ভ্যান ও সরবরাহকৃত পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে।

কর্মসূচির পাইলটিং পর্যায়ে পুনর্বাসন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ঢাকা শহরের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে সফলতা অর্জন ব্যতীত কর্মসূচির সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। বিষয়টি মাথায় রেখে প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসন, বেইলীরোড, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাসমূহকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে এসব এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভিক্ষুকমুক্ত এলাকার আওতা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

ভিক্ষুকমুক্ত হিসেবে ঘোষিত এসব এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১ (এগার) অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং ১৭৭ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ভিক্ষুকমুক্ত হিসেবে ঘোষিত এলাকাসমূহে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে। ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভিক্ষুকদেরকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়। প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন তাদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন করা হয়।

শুরু হতে বর্তমান পর্যন্ত বরাদ্দ, ব্যয় ও উপকারভোগীর সংখ্যা

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-১১	৩১৬.০০	১৮.২৪	--	জরীপ পরিচালনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়
২০১১-১২	৬৭০.৫০	৪৮.৯৬	ময়মনসিংহ- ৩৭ জন জামালপুর -২৯ জন	--
২০১২-১৩	১০০০.০০	০৩.৬২	--	আনুষঙ্গিক খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়
২০১৩-১৪	১০০.০০	--	--	কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।
২০১৪-১৫	৫০.০০	০৭.০৯	--	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা শহরের রাস্তায় বসবাসকারী শীতার্ত ব্যক্তিদের সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা হয়।
২০১৫-১৬	৫০.০০	৪৯.৯৭	গোপালগঞ্জ - ৯২ জন সুনামগঞ্জ - ৫০ জন নড়াইল- ৯৪ জন জামালপুর - ১৫ জন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক সমাজসেবার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
২০১৬-১৭	৫০.০০	২৫.০০	খুলনা-১২০ জন বরিশাল-১০০ জন	২০১৬-১৭অর্থবছরে ভিক্ষুক পুনর্বাসন খাতে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন পাওয়া যায়, এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ হতে খুলনা জেলায় ১২০ জন ভিক্ষুককে বিভিন্ন স্কীমের বিপরীতে পুনর্বাসন খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে। ২য় কিস্তির অর্থ হতে বরিশাল জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন খাতে ৭.০০ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে এবং বিতরণ অব্যাহত আছে। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট আছে। যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে জেলার চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ করা হবে।

০৪ জুন ২০১৬ তারিখে ২০০ জন ভিক্ষুকের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর "পুনর্বাসন চাহিদা নিরূপন" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের (যেমন- পুলিশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিক) প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে তাদের মতামত প্রদান করেন। তাদের প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি না করার জন্য ২/১ দিন পরপর নিয়মিত মাইকিং করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা প্রস্তুতি হিসেবে জনসাধারণের সহায়তা চেয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় (যুগান্তর, প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, বাংলাদেশ প্রতিদিন) বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকার ৩০টি স্থানে ভিক্ষা না করার বিষয়ে উন্নতমানের বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়। গত রমজান মাসে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমানের মাধ্যমে উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নং ০৫.০০.০০০০. ১৪০.১৯.০০৪.১৬ (অংশ-১)-৯০৩ তারিখ: ১৬/১০/২০১৬ যোগে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৫জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পনপূর্বক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে ০৩ জন অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলী হয়ে চলে গেছে। নিয়োগ প্রাপ্ত

বাকী ০২ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে জনাব সিরাজুল ইসলাম এর মাধ্যমে ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকা হতে এ পর্যন্ত ১১টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১০৮ জন ভিক্ষুককে আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

বর্তমান অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিমানবন্দর সড়ক হতে শাহবাগ পর্যন্ত ভিআইপি রাস্তা ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

এ যাবৎ মোট ১০৮ জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং জেলা পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৯ লক্ষ টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ২৮ লক্ষ টাকা দিয়ে ৫৩৭ জনকে জেলা পর্যায়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৭.৪ ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

প্রতিবছর দেশে প্রায় ৩ লক্ষ লোক ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। অর্থের অভাবে হতদরিদ্র অনেক রোগী এ সকল রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় তেমনি তার পরিবার ব্যয় বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত এ কর্মসূচি সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য বাজেটে ২০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জনপ্রতি ৫০,০০০/- টাকা করে একাউন্ট পেই চেক এর মাধ্যমে ৩৯৮০ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য বাজেটে ৩০.০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এককালীন ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে জনপ্রতি ৫০,০০০/- টাকা করে একাউন্ট পেই চেক এর মাধ্যমে ৫৯৫০ জন রোগীকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

১৭.৫ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি নামে একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি হতে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দুঃস্থ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১০.০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ৬টি জেলায় মোট ২০,০০০ (বিশ হাজার) চা শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে ১৫.০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে; এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ৬ টি জেলার ২২টি উপজেলার ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) জন দুঃস্থ চা শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

১৮.০ সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৮.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২ টি দীর্ঘমেয়াদি ও ২৯ টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ১ হাজার ২৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ৭৯৬ জন পুরুষ এবং ২২৭ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৩ হাজার ২৪০ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০,১৮১ জন পুরুষ ও ৩,০৫৯ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩১টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে (১) Live Coaching for Facilitator & Trainers- ১ টি (২) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স- ২টি (৩) ওরিয়েন্টেশন কোর্স- ৩ টি (৪) ই-ফাইলিং ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা- ৫ টি (৫) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ১ টি (৬) প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এন্ড চাইল্ড প্রটেকশন ম্যানেজমেন্ট- ১টি (৭) উপজেলা সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ৪টি (৮) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা- ২ টি (৯) শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং- ২ টি (১০) ই-ফাইলিং ও নথি সিস্টেম ইউজার- ৩ টি (১১) Managing Technology for e-government Officer

(MTEGO)- ১ টি (১২) Annual Performance Agreement (APA)- ২ টি (১৩) Financial Management- ৪ টি।

- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষেণ গ্রুপভিত্তিক উপপরিচালক বরাবরে মাঠ সংযুক্তি প্রদান করা হয়।
- সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
- প্রতিটি প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ই-ফাইলিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

১৮.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৯৬৭ সালে সমাজসেবা অধিদফতরের অধীন আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার) এর কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমের পরিসর ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮১-৮২ সালে 'আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৩ (তিন) টি এবং ১৯৯৯-২০০২ অর্থবছরে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ৩ (তিন)টিসহ ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অধিদফতরের সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের ৫৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৩৩০ জনকে (পুরুষ ৯৬৯ জন ও ৩৬১ জন নারী কর্মচারী) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- শুরু হতে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফতরের ১৪ হাজার ৫৭০ জনকর্মচারীকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৯ হাজার ৭৯৮ জন পুরুষ ও ৪ হাজার ৭৭২ জন নারী কর্মকর্তা রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতর, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ৬০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৮.৩ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System):** ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংক্ষরণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Management Information System (MIS):** সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্‌ড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- **Case Management System:** শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় আসা শিশুর তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য যাচাই এবং যাচাইঅন্তে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- **Child help line-1098:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- **E-Application:** টাঙ্গাইল জেলায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণের পাইলটিং এর মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।

- **E-Payment:** সরকারের ই-পেমেন্ট সার্ভিস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় কিছু পাইলটিং কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। পাইলটিং এর সফলতা বিবেচনা করে দেশব্যাপী ভাতা বিতরণে ই-পেমেন্ট সার্ভিস বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- **শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবকদের ভিডিও কথোপকথন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স' এর মাধ্যমে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানরতদের সাথে তাদের অভিভাবকদের কথোপকথনের শুভ উদ্বোধন করেন।
- **ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম:** পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন করছে। ৬৪ টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়কে ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।
- **মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এবং ই-লার্নিং সেন্টার:** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে এটুআই প্রোগ্রাম, বেসরকারি সংস্থা ইপসা এবং সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক যৌথভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই এর ব্যবস্থা করা হয়। এই টকিং বই ব্যবহারের পাইলট কর্মসূচি সম্পন্নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের ০৪ টি পিএইচটি সেন্টার, ০১ টি বরিশাল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ০১ টি ইআরসিপিএইচসহ মোট ০৬ টি ই-লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- **সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট:** ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট' এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস' এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- **অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং:** সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- **নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল:** সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৮.৪ সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা জুলাই-১৬, ডিসেম্বর-১৬, ফেব্রুয়ারি-১৭, মার্চ-১৭ ও এপ্রিল-২০১৭ সংখ্যা প্রকাশিত এবং বিতরণ।
- সমাজসেবার ৬১ বছর উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন প্রতিষ্ঠানের শিশুদের লেখা ও আঁকা নিয়ে 'শিশু সংকলন' প্রকাশিত হয়েছে।
- বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ হতে (১) বয়স্কভাতা (২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচিদ্বয় ব্রান্ডিং এর জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শ্লোগানও নির্ধারিত হয় যা ইতোমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের টিভি স্ক্রলে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া জিঙ্গেল এবং টেলিভিশন স্পট নির্মিত হয়েছে যা বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলে ইতোমধ্যে প্রচার করা হয়েছে?
- মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তায় (১) বয়স্কভাতা (২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচিদ্বয় প্রকাশের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্রান্ডিং সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নিয়ে ডকুমেন্টারি 'বাতিঘর' নির্মিত হয়েছে যা সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন আয়োজনে প্রচারপূর্বক জনগণকে অবহিত করা হয়।
- বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে আইনের সংঘাতে জড়িত ও সংস্পর্শে আসা শিশু কিশোরদের উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ি, গাজীপুরে ভিডিও কনফারেন্সে (Skype) বাবা-মা/অভিভাবকগণের সাথে কথোপকথন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভিডিও আকারে সংরক্ষণ করে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারপূর্বক জনগণকে অবহিতকরণ।
- ১ অক্টোবর ২০১৬ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে প্রবীণদের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে ধারণকৃত ভিডিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচারপূর্বক অবহিতকরণ।
- সমাজসেবার ইউটিউব চ্যানেলে সেবা কার্যক্রম এর বিভিন্ন ভিডিও আপলোড।

- এছাড়া, বিভিন্ন প্রচার লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্যানারের মাধ্যমে বয়স্কভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে। Innovation Team এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক মহোদয় মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে প্রতিদিন সকাল ১১টা-২টা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উপকারভোগীদের সাথে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করেন এবং এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশে প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

১৮.৫ মহিলাদের আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৬,৬৩০ জনকে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পোষাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১২৪ জন মহিলাদের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৮.৬ দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুঃস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুঃস্থ মহিলাদের তাঁত শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা- ৬২৩জন।

১৯.০ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফরের প্রতিষ্ঠান অধিশাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নিয়ন্ত্রণাধীন এ অধিশাখার মাধ্যমে এতিম অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক অবক্ষয়রোধ, শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক ও সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের তথ্য ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

১৯.১ শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হলো শিশু-কিশোর কল্যাণ। সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, এতিম, দুঃস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য শিশু অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার ও শিশু অধিকারের ভিত্তিতে শিশুদের উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিপালন করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের এতিম, দুঃস্থ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ভবঘুরে ইত্যাদি সকলের সুষম বিকাশ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও ভরণপোষণের মাধ্যমে সকলকে সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিবাসীগণের রয়েছে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ A+ ফলাফল অর্জনের গর্বিত সাফল্য।

১৯.১.১ পরীক্ষায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসিতে কৃতিত্বপূর্ণ A+ প্রাপ্ত ফলাফল

ক্রমিক	পরীক্ষা	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	পিএসসি	১৪ (A+)	৫৯ (A+)	৩৪ (A+)	৪৭ (A+)	৪৩ (A+)	-
২.	জেএসসি	১ (A+)	২৯ (A+)	১৬ (A+)	২৩ (A+)	৩৬ (A+)	-
৩.	এসএসসি	১ (A+)	১৭ (A+)	২৬ (A+)	২০ (A+)	১৬ (A+)	০৮ (A+)
৪.	এইচএসসি	৫	--	০৩	০১ (A+)	০৪ (A+)	-
৫.	মোট =	২১ (A+)	১০৫ (A+)	৭৯ (A+)	৯১ (A+)	৯৯ (A+)	০৮ (A+)

- ২০১০ সালে ৩০৯ জন প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত। ২০১০ সালে গ্রেডিং সিস্টেম চালু হয়নি।

সমাজসেবা অধিদফতরের এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১৯.১.২ সরকারি শিশু পরিবার

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে শিশু কল্যাণ ও উন্নয়ন অন্যতম অঙ্গীকার। দেশের শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ এতিম ও দুঃস্থ। শিশুদের প্রতি সাংবিধানিক অঙ্গীকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সমাজ দর্শনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতর পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বালক শিশুদের জন্য পরিচালিত শিশু পরিবারের সংখ্যা ৪৩ ও আসন সংখ্যা ৫,৪০০, বালিকা শিশু পরিবার সংখ্যা ৪১ ও আসন সংখ্যা ৪,৮০০ এবং মিশ্র শিশু পরিবার সংখ্যা ১ ও আসন সংখ্যা ১০০ (বালক ৫০, বালিকা ৫০)। মোট ১০,৩০০টি আসনে এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০৬৬ জনকে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ৫৮২৮৩ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- শিশু পরিবারে নিবাসীদের ব্যয় নির্বাহে মাসিক জনপ্রতি ২৬০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মধ্যে পিএসসি'তে ৪৩ জন, জেএসসি'তে ৩৬ জন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি'তে ০৮ জন কৃতিত্বপূর্ণ A+ করেছে।

১৯.১.৩ ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম)

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের থেকে উদ্ধারকৃত এবং পিতৃ-মাতৃহীন ০-৭ বছর বয়সী বিপন্ন শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ সারাদেশে ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে ১টি এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালে ৫টি ছোটমণি নিবাস স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং জন্মপরিচয়হীন শিশুকে থানায় জিডি করার মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এসব শিশুকে সরকারি শিশু পরিবারে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৬০০ জন শিশুকে লালন-পালন করার ব্যবস্থা রয়েছে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে মোট ৪৮ জন পরিত্যক্ত শিশু উপকৃত হয়েছে;
- ছোটমণি নিবাসের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সদর কার্যালয় হতে কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

১৯.১.৪ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধুলার ব্যবস্থাসহ সঠিক পরিচর্যা করার নিমিত্ত ঢাকার আজিমপুরে ১৯৬২ সালে দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মায়ের সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করার নিমিত্ত এ কেন্দ্রটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সরকারের শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৫০। কেন্দ্রের নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন) বাবদ মাসিক জনপ্রতি ২৬০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে মোট ২২ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- শুরু হতে এ পর্যন্ত ৮,৩০৮ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- সকাল ৮-০০ হতে বিকাল ৫-০০ পর্যন্ত কেন্দ্রে নিবাসীদের সেবা প্রদান করা হয়;
- সরকারি বন্ধ ব্যতীত প্রতিদিনই কেন্দ্র খোলা থাকে;
- কেন্দ্রে আসন খালি সাপেে ভর্তি করা হয়।

১৯.১.৫. দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

৬-১৮ বছর বয়সের দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্যভাবে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে পুনর্বাসনের নিমিত্তে সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৮১ সালে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায় বালক শিশুদের জন্য আরো ১টি এবং ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৩টি কেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা-৭৫০ (বালক-৪৫০+বালিকা-৩০০) জন।

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কেন্দ্রসমূহে ৭৯ জন শিশুকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছে;
- শুরু হতে এ পর্যন্ত ৪৮১৭ জন শিশুকে সেবা/পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.১.৬ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন অথবা অত্যাধিক স্নেহ, পিতা-মাতার অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ, গঠনমূলক বিনোদনের অভাব, আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সহজ লভ্যতার কারণে দেশে বিপুল সংখ্যক কিশোর অপরাধীতে পরিণত হয়। পিতামাতার অবাধ্যগত এ সকল সন্তানকে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সংশোধন করা হচ্ছে।

১৯৭৮ সালে প্রথমে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও পরবর্তীতে যশোর জেলার পুলেরহাটে ও কোণাবাড়ী, গাজীপুরে ২টি সহ মোট ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোরদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং বর্তমানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কিশোরীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এ সকল কিশোরীদের সংশোধনের জন্য গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে একটি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০ জন। নিবাসিদের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। পিতামাতার অবাধ্যগত কিশোরীদের সংশোধন করা হচ্ছে।

প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি কিশোর আদালত রয়েছে এবং এ আদালতে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রয়োগ করে কিশোর/কিশোরীদের বিচার কার্য সম্পাদিত হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩টি কেন্দ্রে ২৫২৩ জন শিশু পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.১.৭ ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা

বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার দীর্ঘদিন যাবত অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান নীতিমালায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়ার সুযোগ বিদ্যমান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পিতৃমাতৃহীন এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩,৭১০টি বেসরকারি এতিমখানায় ৭২০০০ জন নিবাসিকে ভরণপোষণের জন্য ৮৬.৪০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক বরাদ্দ ১০০০ টাকা।

১৯.১.৮ শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রমের একনজরের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	কর্মসুচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন	মোট পুনর্বাসন	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পুনর্বাসন
১.	সরকারি শিশু পরিবার/শিশু সদন	৮৫ (ছেলে- ৪৩ টি, মেয়ে- ৪১ টি এবং ১টি মিশ্র)	১০,৩০০	৫৮,২৮৩ জন	১৬৬ জন
২.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬টি	৬০০	১২৩১ জন	৪৮ জন
৩.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	১টি	৫০	৮,৩০৮ জন	২২ জন
৪.	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩	৭৫০	৪৮১৭ জন	৭৯ জন
৫.	শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র	৩টি (১ টি মেয়েদের)	৬০০	২৪৬২৪ জন	২৫২৩ জন
৬.	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা	৩,৭১০	৭২,০০০		

১৯.২ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কারণে পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত মেয়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত পেশা হতে উদ্ধার করে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, পিতৃ/মাতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের নিমিত্তে সরকারি শিশু পরিবার এবং মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম) কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও প্রবেশনে মুক্তি প্রাপ্তদের জন্য রয়েছে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস।

১৯.২.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তিদের সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উপায়ে সমাজে পুনর্বাসিত করার নিমিত্তে সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের কার্যক্রম ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন,২০১১ এর আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই আইনের আওতায় ভবঘুরেদেরকে আটকপূর্বক বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়ে থাকে। আটক অবস্থায় নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় ৬ (ছয়) টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১২৬ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৯.২.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক নিবাসির জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, প্রভৃতি সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিবাসিদের কর্মসংস্থান ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৭ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১৯.২.৩ মহিলা ও শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের পৃথকভাবে আবাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নির্মিত বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হোমে ৫০ জন

হেফাজতীদের নিরাপদে থাকার সুযোগ রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে আসন সংখ্যা মোট ৩০০টি। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ২৫১ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১৯.২.৪ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রমসমূহের এক নজরে তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	ইউনিট	মোট আসন	মোট পুনর্বাসন	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পুনর্বাসন
১.	সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	৬	১,৯০০	৫১,৯৮৯ জন	১২৬ জন
২.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬	৬০০	১০৭৬ জন	১৭ জন
৩.	মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)	৬ বিভাগে ৬টি	৩০০	৮৭২৩ জন	২৫১ জন

১৯.৩ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, ১টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৫টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১টি মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠান, ৭টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন গ্রামীণ উপকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

১৯.৩.১. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রাউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এখানে শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ২০০০ সাল থেকে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১০০। যার মধ্যে আবাসিক ৫০ ও অনাবাসিক ৫০। বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা ১৩৭ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ১২০।

১৯.৩.২. সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দেশের ৪(চার) টি বিভাগে (ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) ১৯৬২ সাল থেকে পরিচালিত পিএইচটি সেন্টার (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর অভ্যন্তরে ৪(চার)টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১৯৬৪ সালে বরিশাল বিভাগে ১(এক)টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৫(পাঁচ)টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ৩৪০। এ সকল প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত পুনর্বাসন সংখ্যা ২,৬৩৪।

১৯.৩.৩. বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

দেশের ৪(চার) টি বিভাগে (ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী) ১৯৬২ সাল থেকে পরিচালিত পিএইচটি সেন্টার (শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর অভ্যন্তরে ৪(চার)টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে ফরিদপুর ও চাঁদপুরে এবং ১৯৮১ সালে সিলেট জেলায় ১টি করে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বর্তমানে ৮(আট)টি সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা ৭৫০। এ পর্যন্ত পুনর্বাসন সংখ্যা ৫,৬৯১।

১৯.৩.৪ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কার্যক্রম চালু করা হয়।দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা করতে পারে এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম ও বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান, বিনামূল্যে ব্রেইল বই বিতরণ ও শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়াসহ হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৮টি আবাসিক এবং ৩৬টি অনাবাসিক। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মোট আসন সংখ্যা ৬৪০টি।

১৯.৩.৬ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে অবস্থিত ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। আবাসিক সুবিধা সম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক নিবাসীদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ৪০০০ (চার হাজার) হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০।

১৯.৩.৭ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের বধিরদের বধিরতা পরীক্ষা করে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির যন্ত্র দেয়া হয় এবং শ্রবণ যন্ত্র কানে সংযোজনের জন্য কানের মোল্ড তৈরি করা হয়।

কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫।

১৯.৩.৮ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমের এক নজরে তথ্যচিত্র

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	ইউনিট	মোট আসন	মোট পুনর্বাসন	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পুনর্বাসন
১.	মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান	১ টি (চট্টগ্রামের রৌফাবাদে)	১০০	১২০ জন	১১জন
২.	সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫	৩৪০	২৬৩৪ জন	৩৭ জন
৩.	বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৮	৭৫০	৫৬৯১ জন	২৬ জন
৪.	সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি	৬৪০	১১৮৯ জন	২৭ জন
৫.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১টি	৫০	৭৩৬ জন	১১ জন
৬.	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	২টি	১০৫টি	১৯২০ জন	১১ জন

১৯.৩.৯ মৈত্রি শিল্প

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইস) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় মৈত্রী শিল্প নামে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজে কর্মক্ষম ও অর্থ উপার্জনকারী স্বাবলম্বী নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র ও মুক্তা মিনারেল ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট নামে দুইটি ইউনিট রয়েছে। মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা বালতি, জগ, বদনা, গ্লাস, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি উন্নতমানের প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি ও বাজারজাত করা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার 'মুক্তা' বাজারজাত করা হচ্ছে।

১৯.৩.১০ ব্রেইল প্রেস

ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের ব্রেইল বই উৎপাদন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পল্লী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

২০.০ শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

২০.১ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ড্রপ ইন সেন্টার (DIC), ইমারজেন্সি নাইট শেল্টার (ENS), চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS), ওপেন এয়ার স্কুল (OAS), রেফারেল ও পুনঃএকীকরণের মাধ্যমে ৪ হাজার ৯৯৭ জন সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় শিশুকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- 'শিশু আইন ২০১৩' অনুসারে শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সারাদেশ ব্যাপী Child help line "1098" এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করত: শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে ৬৯ হাজার ৩০৪ জন শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- Child help line "1098" এর মাধ্যমে উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড, চাইল্ড প্রটেকশন কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও সমাজকর্মীদের সহায়তায় ৬৬০ জন শিশুর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের ৪৫৬ জন সমাজকর্মী নিয়ে ৪৫ টি মাসিক কেস কনফারেন্স করা হয়েছে, যেখানে শিশুর সংগৃহীত তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় ১ হাজার ২২৫ জন শিশুর কেস ওপেন, ৩০০ জন শিশুর ঝুঁকি যাচাই, ৬১ জন শিশুর ডিটেইল এসেসমেন্ট এবং ১০৯ জন শিশুর ইন্টারভেনশন প্লান করা হয়েছে।

২০.২ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- সরকারের শিশুবান্ধব নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা প্রসারের লক্ষ্যে সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষা ও তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০১৬ সমাপ্তির পর সরকারের সাহায্য মঞ্জুরী (কল্যাণ অনুদান) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা কার্যক্রম চলমান রাখা হয়।
- সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী. খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কক্সবাজার, বরগুনা ও জামালপুর জেলায় পরিচালিত মোট ১২টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথ শিশু, কর্মজীবী শিশু, এতিম, মাতা-পিতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত, অন্যের বাড়িতে কাজে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, নির্যাতনের শিকার ও হারিয়ে যাওয়া শিশুদের সুরক্ষা ও সেবা প্রদান করা হয়।
- জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১২৮৯ জন (৬০০ জন ছেলে শিশু ও ৬৮৯ জন মেয়ে শিশু) শিশু নিবন্ধিত হয়েছে এবং ১২৬০ জন (৬২২ জন ছেলে শিশু ও ৬৩৮ জন মেয়ে শিশু) শিশুকে পুনঃএকত্রীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আগস্ট ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১২টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭৫৩৪ জন (ছেলে শিশু ৩৬৪৭ ও মেয়ে শিশু ৩৮৮৭) শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রে ১৮১৭ জন (ছেলে শিশু ৭৯৯ ও মেয়ে শিশু ১০১৮) শিশু অবস্থান করছে। ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর জন্য পৃথক ভবনে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

- কেন্দ্রের প্রতিটি শিশুকে সকাল ও বিকেলের নাস্তাসহ ০২(দুই) বেলা খাবার পরিবেশন করা হয়। জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসবসহ বিশেষ দিবসে বিশেষ উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিশুদের সংস্কৃতি, আবহাওয়া ও ঋতুভিত্তিক ২ সেট পোষাক এবং উৎসবের জন্য ০১ (এক) সেট পোষাক সরবরাহ করা হয়েছে। স্কুলগামী শিশুদের স্কুলের নিয়মানুসারে পোষাক সরবরাহ করা হয়েছে।
- কেন্দ্রের প্যারামেডিক্সগণ নিবাসী শিশুদের নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করেছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং সমাজসেবা অধিদফতরাধীন অন্যান্য সেবা কেন্দ্রে রেফারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- মানসিক চাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শিশুদের নিয়মিত মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হয়। শিশুর নিজেকে জানা, নিজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, মানসিক চাপ কমানো, আচরণ পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জনে কেন্দ্রের কাউন্সেলরগণ নিয়মিত সহায়তা করে থাকেন।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় থাকা নিবাসী শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং অন্যান্য শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রের এডুকেটরগণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করেছেন।
- কেন্দ্রের লাইফ স্কিল ট্রেইনার কাম জব প্লেসমেন্ট অফিসারগণ সেবার আওতায় আসা শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ১৪ বছর ঊর্ধ্ব শিশুকে বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক, বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার, সাইনবোর্ড), অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুঁকিতে থাকা এ শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবার মাধ্যমে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে পরিবার/নিকট আত্মীয়/বর্ধিত পরিবার/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকত্রীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অভিভাবক সভা, কমিউনিটি সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কার্যক্রম পরিচালনায় মোট ১৬.০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় ছবি আঁকছে প্রতিবন্ধী শিশুরা

২১.০. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প

- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ২২টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প নতুন অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ১১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান

আছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবির অর্থায়নে বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথে উদ্যোগে বাস্তবায়িত ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ৬২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে জিওবি ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দের সংস্থান আছে। ০২ টি প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ নেই। বরাদ্দকৃত ১১৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

❐ সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প :

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়
১	২	৩	৪
১	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ - (৩৭ইউনিট) (জুলাই, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৬)	৭৮৯.০০	৭৫৯.৬৯
২	সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (৮-ইউনিট), (জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০১৭)	৩৬৯৮.০০	৩৬৯৬.৯৪
৩	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা-৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট।) (জুলাই/২০১৬-জুন/২০১৯)	২০০.০০	১৯৮.৯৬
	০৩টি প্রকল্পের মোট :	৪৬৮৭.০০	৪৬৫৫.৫৫

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প :

লক্ষ টাকায়

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব নীলফামারী ডায়াবেটিক হসপিটাল, নীলফামারী। (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৭) (প্রস্তাবিত জুন, ২০১৮)	৭২৯.০০	৭২৯.০০	-	৭২৮.৫৫	৭২৮.৫৫	-
২	কন্সট্রাকশন অব ফাইভ স্টোরেভ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন সেন্ট্রাল অফিস কাম কমিউনিটি হল এট বালাশপুর, ময়মনসিংহ (জুলাই/২০১৩-ডিসেম্বর/১৭)	১৫০.০০	১৫০.০০	-	১৫০.০০	১৫০.০০	-
৩	এস্টাবলিশমেন্ট অব ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক হসপিটাল এট রাজবাড়ী। (জুলাই/২০১৪-ডিসেম্বর/২০১৭)	৬৪.০০	৬৪.০০	-	৫৭.১৭	৫৭.১৭	-
৪	এস্টাবলিশমেন্ট অব লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (২য়-সংশোধিত)। (জানুয়ারি/২০১৪-জুন/২০১৮)।	১৮২.০০	১৮২.০০	-	১৮১.৯৮	১৮১.৯৮	-
৫	এক্সটেনশন এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার অডিটরিয়াম	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০	৫০০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	কমপ্লেক্স ফর দি অরফানস এন্ড আন্ডার প্রিভিলাইজড কমিউনিটি মেম্বারস অব দি সোসাইটি (নভেম্বর/১৪-ডিসেম্বর/২০১৭)						
৬	এস্টাবলিশমেন্ট অব মুন্সিগঞ্জ ডায়াবেটিক হসপিটাল। (জানুয়ারি/২০১৫-জুন/২০১৮)।	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-
৭	সেফ মাদারহুড একটিভিটিস ইন ৪ উপজেলাস অব কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট (জানুয়ারি/১৫-জুন/১৭) (প্রস্তাবিত জুন/১৮)	২৭০.০০	২৭০.০০	-	১৯৮.৯৮	১৯৮.৯৮	-
৮	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি/১৫- ডিসেম্বর/১৬) (প্রস্তাবিত মেয়াদ ডিসেম্বর/১৭)	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-
৯	কুমিল্লা সেনানিবাসে অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন (জানুয়ারি/১৬-জুন/১৮)।	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৬০০.০০	৬০০.০০	-
১০	জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল নির্মাণ (জানুয়ারি/১৬-ডিসেম্বর/১৮)।	১.০০	১.০০	-	–	–	-
১১	ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত ‘প্রয়াস’ এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮)	১৪১৯.০০	১৪১৯.০০	-	১৪১৯.০০	১৪১৯.০০	-
১২	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৮)	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	-
১৩	এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এন্ড কমিউনিটি হসপিটাল উখিয়া, কক্সবাজার (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৯)	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-
১৪	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ। (জানুয়ারি, ১৭-ডিসেম্বর,১৯)	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	৫০.০০	-
১৫	আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (জানুয়ারি, ২০০৯-জুন/ ২০১৭)	১১২৩.০০	১১২৩.০০	-	১১২২.৫০	১১২২.৫০	-
১৬	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ (জুলাই,২০১৭- জুন, ২০১৮)	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	-
	১৬টি প্রকল্পের মোট :	**৬২৬৩.০০**	**৬২৬৩.০০**	**-**	**৬১৭৬.১৮**	**৬১৭৬.১৮**	**-**

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাস্তবায়িত ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প :

লক্ষ টাকায়

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জুন/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) (জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৭)	৭১৫.০০	১৫.০০	৭০০.০০	৭১৪.৩৪	১৪.৩৪	৭০০.০০
	০১টি প্রকল্পের মোট :	৭১৫.০০	১৫.০০	৭০০.০০	৭১৪.৩৪	১৪.৩৪	৭০০.০০

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ০২টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ নেই :

ক্রম	প্রকল্প নাম
১	২
০১	পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮)
০২	আমাদের বাড়ী : সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯)

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে :

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১	২
০১	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ- (৩৭ ইউনিট) (জুলাই, ২০১১-ডিসেম্বর, ২০১৬)
০২	আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (জানুয়ারি, ২০০৯-জুন, ২০১৭)
০৩	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) (জানুয়ারি, ২০১২-জুন, ২০১৭)

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত ০৮টি উন্নয়ন অনুমোদিত ০৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের নাম :

লক্ষ টাকায়

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
০১.	দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (বালিকা- ৬ ইউনিট, বালক-৫ ইউনিট এবং সম্প্রসারণ-২০ ইউনিট)। (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯)	৬০৬৫.৯১	৬০৬৫.৯১	-
০২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব শহীদ এটিএম জাফর আলম ডায়াবেটিক এন্ড কমিউনিটি হস্পিটাল, উখিয়া, কক্সবাজার (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০১৯)	২৫২৮.৭৪	২০১৮.৭৪	৫১০.০০
০৩.	পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮)	১০৪৭.১০	৭৭৬.৫৬	২৭০.৫৪
০৪.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ-সিআরপি, মানিকগঞ্জ। (জানুয়ারি, ১৭-ডিসেম্বর, ১৯)	১০৮৫.০০	৮৫৬.০০	২২৯.০০
০৫.	জামালপুর জেলায় সুইড স্কুল ভবন নির্মাণ (জুলাই, ২০১৭ -জুন, ২০১৮)	৮২৯.২৯	৬৫৯.৭০	১৬৯.৫৯
০৬.	ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত 'প্রয়াস' এর উন্নযন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৭ - জুন, ২০১৮)	৫০২৯.১৬	৩০১৫.৫১	২০১৩.৬৫
০৭.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (জুলাই, ২০১৭- জুন, ২০১৮)	২৪৪০.৫৯	১৭৮৬.২০	৬৫৪.৩৯
০৮	আমাদের বাড়ীঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০১৯)	২০২৮.৪৪	১৬১৩.৫৫	৪১৪.৮৯

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.jpuf.gov.bd

১.০ ভূমিকা

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩, তারিখ ঃ ১৬-১১-১৯৯৯ মূলে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। বিগত ১৬-২-২০০০ তারিখ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সংঘ স্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয়।

১.১ ভিশন

বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষা।

১.২ মিশন

- আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সেবা মানের আলোকে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন ধারণ, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।
- প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন।

২.০ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে Early Intervention সেবা

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় সর্বমোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপি, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি সেবা, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ সেবা এবং বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

উক্ত কেন্দ্রসমূহে নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নিবন্ধিত রোগীর সংখ্যা ৩,১০,৯৬৬জন। সেবাসংখ্যা (Service Transaction) ৩৭,৫০,৯৪১জন। কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ২০২২৯ টি সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩.০ অটিজম রিসোর্স সেন্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ এপ্রিল ২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে অটিজম রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ১ জন সিনিয়র সাইকোলজিস্ট, ১ জন সহকারী সাইকোলজিস্ট ও ১ জন কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপিস্ট) কর্মরত আছেন। তাদের মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত অটিজম রিসোর্স সেন্টারটির জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় সংলগ্ন মিরপুর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জনবলের সহযোগিতায় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১২১০৯ জন অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

(ক) সেবাসমূহ

- সনাক্তকরণ
- এসেসমেন্ট
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- ফিজিওথেরাপি
- কাউন্সেলিং
- রিসোর্স বেইজড সেমিনার
- গ্রুপ থেরাপি প্রদান
- দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান

(খ) সেবা গ্রহণকারী

(ক) অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (ASD)
(খ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (ID)
(গ) সেরিব্রাল পালসি (CP)
(ঘ) ডাউন সিনড্রোম (DS)

৪.০ স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম

অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টি সহ মোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলে বিএসএড ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেয়ার গিভারের সমন্বয়ে স্কুলগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক/কর্মচারীদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	স্কুলের অবস্থান	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষক	কর্মচারীর সংখ্যা
১.	মিরপুর, ঢাকা	৪৪	৪	৪
২.	লালবাগ, ঢাকা	১০	১	২
৩.	উত্তরা, ঢাকা	১০	১	২
৪.	যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	১০	১	২
৫.	রাজশাহী	১০	১	২
৬.	খুলনা	১০	১	২
৭.	চট্টগ্রাম	১০	১	২
৮.	বরিশাল	১০	১	২
৯.	রংপুর	১০	১	২
১০.	সিলেট	১০	১	২
১১.	গাইবান্ধা	১০	১	২
	মোট	**১৪৪ জন**	**১৪ জন**	**২৪ জন**

উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালারম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলা-ধূলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব স্কুলে মোট ১৪৪ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

৫.০ অটিজম ও এনডিডি কর্ণার সেবা

Early Detection, Assessment ও Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, থেরাপি সহকারী, টেকনিশিয়ান-১(অডিওমেট্রি) এবং টেকনিশিয়ান-২ (অপটোমেট্রি) তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করে যাচ্ছেঃ

- সনাক্তকরণ
- ফিজিওথেরাপি
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- অডিওমেট্রি
- অপটোমেট্রি
- সাইকো সোস্যাল কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং।

৬.০ ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে)

প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৩২টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ২,৪৯,০৩৫ জন ব্যক্তি সেবা গ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়েছে এবং তাদেরকে প্রদত্ত সেবাসংখ্যা (Service Transaction) ৫,২০,১৮৩জন। এ ছাড়া, জুন ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি মোবাইল থেরাপি ভ্যান ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে সপ্তাহে ২দিন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতা ২৪০০ জন এবং তাদের প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৭,১৪৩জন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিবন্ধী মানুষের দোরগোড়ায় থেরাপি সেবাগুলো পৌঁছে দেয়া এই ভ্রাম্যমান ভ্যান সার্ভিসের অন্যতম লক্ষ্য।

৭.০ অটিস্টিক সন্তানদের পিতা-মাতা/অভিভাবক ও কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণ

বর্তমানে সদর দপ্তরে অবস্থিত অটিজম রিসোর্স সেন্টারে কর্মরত সিনিয়র সাইকোলজিস্ট ও সহকারী সাইকোলজিস্ট দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে। জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ২০টি ব্যাচে বিভিন্ন জেলা/উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে ৬৪২ জন অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ সন্তানের অভিভাবক/পিতা-মাতা/কেয়ারগিভারকে দৈনন্দিন জীবন যাপন ব্যবস্থা, আচরণগত সমস্যা, সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিকতাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ হতে ২০১৪-২০১৫ সময় পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মোট ১১ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান হিসেবে বেসরকারি সংস্থার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বেসরকারি সংস্থার মাঝে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

৯.০ কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল

চাকুরি প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৩২ আসন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৬০ জন। এছাড়া, উক্ত হোস্টেলে মোঃ আলী নামক একজন অটিস্টিক ব্যক্তিকে 'হোস্টেল বয়' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১০.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে আইন প্রণয়ন

২৬ এপ্রিল ২০১১ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী UNCRPD এর সাথে সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' শিরোনামে দু'টি আইন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত আইন দু'টির বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১১.০ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১-২০১২ হতে ২০১৬-২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো

ক্রমিক	বছর	প্রশিক্ষণের ধরণ ও অংশগ্রহণকারী	
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক
১.	২০১১-২০১২	১০০	০৫
২.	২০১২-২০১৩	১৮৮	০৪
৩.	২০১৩-২০১৪	১৫৭৪	৫০
৪.	২০১৪-২০১৫	৩২৬	৪৯
৫.	২০১৫-২০১৬	৬৩৭	১০৭
৬.	২০১৬-২০১৭	৩৮০	-
	মোট	৩২০৫	২১৫

১২.০ পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হোস্টেলের ২টি কক্ষে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৯ জন সেরিব্রাল পলসি (সিপি) শিশুদের লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে।

সেরিব্রাল পলসি (সিপি)
শিশুদের লালন পালন

১৩.০ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৫০ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, বিপিএফ এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস এর ১টি ও অন্যান্য ৪ টিসহ সর্বমোট ৬২ টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৭৭০৯ জন। নীতিমালাটি আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪.০ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় রাজধানী ঢাকার মিরপুরে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তোলাই এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এ কেন্দ্রে রয়েছে বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, হোস্টেল ও রিসোর্স সেকশন। মানসিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনটি পৃথক স্কুলসহ রয়েছে তিনটি হোস্টেল। বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ' এ বিএসএড (ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে ৩০০ জন ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। হোস্টেল, স্কুল ও কলেজ এর তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	বিদ্যালয়ের নাম	মোট আসন	আবাসিক	অনাবাসিক
১.	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫০	৩০	২০
২.	শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণী-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত)	১৪০	১০০	৪০
৩.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণী-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত)	৭০	৫০	২০
	মোট	**২৬০**	**১৮০**	**৮০**

১৫.০ প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলা-২০১৭

৩ ডিসেম্বর ২৬তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৯তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্বরে ৫ দিনব্যাপী প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধান অতিথি হিসেবে সদয় উপস্থিত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরীকৃত পণ্যসামগ্রী বিপণন, প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সরাসরি অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরী হয়েছে। প্রতিভাবান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ গান, নাটক ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরীকৃত বিভিন্ন খাবার সামগ্রী, নকশী কাঁথা, তৈরী পোষাক, শাড়ী, খেলনা সামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, মুক্তাপানি, বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা উত্তরণ মেলায় (২০১৭) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি

১৬.০ Disability Job Fair-2016

Disability Job Fair-2016

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২৩ ও ২৪ মে ২১০৬ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এ Disability Job Fair-2016 আয়োজন করা হয়। এ মেলায় ১৪১৬ জন বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও প্রচার মাধ্যমে কর্মসংস্থান মেলার খবর ও তথ্য প্রচার করা হয়েছে। এ মেলা থেকে পশমী সোয়েটার লিঃ ১৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকুরীর ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরী প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৭.০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারি ও বেসরকারি সহায়তায় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হয়।

১৮.০ বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০১৭

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০১৭ সরকারিভাবে উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা এবং আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদফতরের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা ও অনুদান প্রদান সহ, সাদা ছড়ি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সাদা ছড়ি বিতরণ করা হয়।

১৯.০ গণসচেতনতা ও প্রামাণ্য চিত্র তৈরী/প্রদর্শন

অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সংবলিত গ্লোবাল অটিজম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একনজরে তৈরীকৃত পোস্টার এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৈরীকৃত বুকলেট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মক্রম সম্পর্কিত বিলবোর্ডও স্থাপন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশু/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান সংবলিত উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রামাণ্য চিত্র তৈরী ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২০.০ সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ আলোকে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর আলোকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৭টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনজিও ব্যক্তিত্ব, অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের উপস্থিতিতে উক্ত সেমিনার ও ওয়াকর্শপ অনুষ্ঠিত হয়।

২১.১ 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ১৫৪৮০.৪৯ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'Promotion of Services and Opportunities to the Disabled Persons in Bangladesh' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে ৫০টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং ৩২ টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০০৮ সনে শুরু হয় এবং ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়।

২২.০ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউ-শনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ ১৫ তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। গত ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৫তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন ৩টি হোস্টেল ও ৫টি একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে (মেয়াদ জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৮)।

২৩.০ প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমির উপর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফুটবল ও ক্রিকেট ফিল্ড, বিনোদন জোন, সুইমিংপুল, মাল্টিপারপাস জিমনেসিয়াম, মসজিদ, আবাসিক কোয়ার্টার, গেস্ট হাউজ, হোস্টেল ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ৩১৭৭৪.২৬ লক্ষ টাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় সংবলিত একটি ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

www.bnswc.gov.bd

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একটি রেজিউলিশনের মাধ্যমে গঠিত প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নামে রূপান্তরিত হয়। সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির প্রয়োজনে এই রেজিউলিশন একাধিকবার পরিবর্তন হয়ে সর্বশেষ ২৫ জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখে সংশোধিত রেজিউলিশন অনুযায়ী বর্তমানে পরিষদ পরিচালিত হয়ে আসছে। উন্নত, যত্নশীল ও নিরাপদ সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণে কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান, সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত ও আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা, স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান, সামাজিক সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিকারের উপায় নির্ধারণে গবেষণা পরিচালনা, সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, অসহায় ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ণনা করা হলো।

২.০ জাতীয় পর্যায়ের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হতে পরিচালিত কার্যক্রম দ্বারা দেশের অসংখ্য মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএ্যাবল্ড (এনএফওডব্লিউডি), বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ইত্যাদি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৪টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.০ মানব সম্পদ উন্নয়নে (সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবার মাধ্যমে) অনুদান

সারাদেশে জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ রয়েছে। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব শহুরে সমাজের জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পছন্দনীয় পেশায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের উদ্দেশ্য। এ সকল শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৮০টি পরিষদকে ১ কেটি ৮০ লাখ টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৪.০ সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে) অনুদান

দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি জেলখানায় অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি রয়েছে। জেলের কয়েদিদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করাই এর উদ্দেশ্য। এ সকল অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নে ৬৩টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে ৫০ লাখ টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে।

৫.০ সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অনুদান

নিবন্ধীকৃত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ ও সমাজকর্মী। সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। সরকারের পাশে থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন-বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা মহামারী ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টাইপ

রাইটিং, এমব্রয়ডারী, উলের কাজ, দর্জি বিজ্ঞান), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, এলাকার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, এতিম প্রতিপালন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, দুঃস্থ ও গরীবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সংগীত শিক্ষা, খেলাধূলা, পাঠাগার এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির এক বা একাধিক কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত আছে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে এ খাতের বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ জেলাওয়ারী জনসংখ্যার অনুপাতে বন্টন করা হয়ে থাকে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের সুপারিশসহ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রস্তাব প্রেরণ করে থাকে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সুপারিশকৃত অনুদানের প্রস্তাব চূড়ান্ত করে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলার অনুকূলে ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি কর্তৃক সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অনুদানের চেক বিতরণ।

৬.০ বিশেষ অনুদান

বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে বিশেষ অনুদান খাতের অর্থ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে দুঃস্থ অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন খাতে ব্যক্তি বিশেষকে এ বিশেষ অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও কিছু কিছু কল্যাণমূলক সংগঠন/সমিতি/পাঠাগার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদানের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে ৬০০০জন ব্যক্তির অনুকূলে ৩ (তিন কোটি) টাকা, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে ৪০০০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ২ কোটি টাকা, অকাল বন্যা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৭০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ২ কোটি টাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩৭০০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি।

৭.০ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

কক্সবাজার জেলায় ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আঘাতে দুঃস্হ, অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে ১৫০ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৭৫ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ অগ্নিদগ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

রাংগামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় অগ্নিকান্ডে দুঃস্হ, অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে ২২১জন ব্যক্তির অনুকূলে ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯.০ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিশোরগঞ্জ জেলায় ৬৫জন দুঃস্থ, অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৩২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, নেত্রকোনা জেলায় ৬৪জন দুঃস্থ, অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৩২ লাখ টাকা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ৭০জন দুঃস্থ, অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের ৩৫ লাখ অর্থাৎ মোট ৯৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১০.০ শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা হতে শীত মৌসুমে মানবেতর জীবনযাপনকারী হতদরিদ্র, শীতার্ত মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত ১ কোটি ৪৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫০০/- টাকার ৩৩ হাজার ৭০০ পিস কম্বল ক্রয় করে শীতার্তদের মাঝে বিতরণের নিমিত্ত ৬৪টি জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

১১.০ কর্মশালা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের কার্যক্রমের উপর দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শিরোনামঃ "দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সমন্বয় পরিষদের ভূমিকা এবং সমন্বয় পরিষদের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা-২০১৭। মানব সম্পদ উন্নয়ন (সমন্বয় পরিষদ) কার্যক্রমের উপর কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি।

১২.০ সেমিনার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের উপায় নির্ধারণঃ একটি মনোসামাজিক সমীক্ষা' গবেষণা বিষয়ক সেমিনার বিগত ২৯-০৫-২০১৭ তারিখ পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ জিল্লার রহমান।

সেমিনারে প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ জিল্লার রহমান।

১৩.০ গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ ফলাফল/সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করা। গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃষ্টি করা হলেও সে অনুযায়ী লোকবল নিয়োগ করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। পরিষদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিগত ০৯-০৬-২০১৫ তারিখের ৩৯তম পরিষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যে গবেষণা বিষয়ে 'সমঝোতা স্মারক' স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের আলোকে বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে "কিশোর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের উপয় নির্ধারণঃ একটি মনোসামাজিক সমীক্ষা" বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে।

১৪.০ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদার হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীগণের দক্ষতা উন্নয়নে ৩৬টি কোর্সের মাধ্যমে ১০৮৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৫.০ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫.১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের ধারা (Working Procedure) সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা প্রদান;

(খ) কর্মী ও অফিস ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব-নিরীক্ষার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি;

(গ) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষতঃ ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার ব্যবহারে আগ্রহী ও দক্ষ করে তোলা;

(ঘ) দৈনন্দিন কাজে শৃঙ্খলা এবং দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।

১৫.২ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি

১. মাসিক ৮/১০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ পরিষদের সভাকক্ষে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়

২. পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তরের রিসোর্স পার্সনকে বক্তা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৩. শ্রেণি বক্তৃতা, মুক্ত আলোচনা ও অনুশীলন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়

৪. পরিষদের নিজস্ব কাজের ধরন অনুযায়ী পরবর্তীতে চাহিদা বিবেচনায় প্রশিক্ষণসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়।

৫. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কোর্সসূচিতে পরিবর্তন করা হয়

৬. সেবা প্রার্থীদের সেবায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়

৭. প্রশিক্ষণে পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পরিষদ কর্তৃক কল্যাণ অনুদান খাতে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিম্নরূপ অনুদানের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ধরন		উপকারভোগী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান		০৪টি	৫,০০,০০০/-
২.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবা এর মাধ্যমে)		৮০টি	১,৮০,০০,০০০/-
৩.	দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা (রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে)		৫১৩টি	৭,৭০,০০,০০০/-
৪.	সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়ন (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে)		৬৩টি	৫০,০০,০০০/-
৫.	সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান		৩৬৭৮টি	৪,৫০,০০,০০০/-
৬.	পরিষদ ও জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ		৬৪=১=৬৫টি	৪,০০,০০,০০০/-
৭.	অন্যান্য বিশেষ অনুদানঃ	প্রতিষ্ঠান	২৮৩টি	৪৫,০০,০০০/-
		ব্যক্তি	৩৬৬৮টি	৫,০৫,০০,০০০/-
৮.	ক) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন		৬০০০ জন	৩,০০,০০,০০০/-
	খ) নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্ত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন		৪০০০ জন	২,০০,০০,০০০/-
	গ) অকাল বন্যা, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি		৫৭০ জন	২,০০,০০,০০০/-
	ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন		৩৩৭০০ জন	৩,৫০,০০,০০০/-
	উপমোট=		প্রতিষ্ঠান-৪৬৮৬টি	১৯,৪৫,০০,০০০/-
			ব্যক্তি-৪৭৯৩৮জন	১৫,৫৫,০০,০০০/-
	সর্বমোট=		৫২৬২৪	৩৫,০০,০০,০০০/-

পঞ্চম অধ্যায়

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

http://alnahyantrust.com.bd

১.০ পটভূমি (Indroduction)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃ সম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের (শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ.এ.ই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার নিবাসী হাউজ

এতিম শিশুদের উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা আবশ্যক হওয়ায় এ নীতিমালা প্রণয়ন রাখা হলো।

২.০ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal & Objectives)

লক্ষ্য (Goal)

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি পূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

(ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

(গ) দেশের যে কোন স্থানে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন করা;

(ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা আদায়, দান ও অনুদান গ্রহণ করা;

(ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য যে কোন যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(চ) ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে কোন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশী-বিদেশী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ;

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,
মিরপুর, ঢাকার নিবাসী মেয়েদের
মাঝে পোষাক বিতরণ

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়,
মিরপুর, ঢাকায় পিটি প্যারেড
অবস্থায় ছাত্রীগণ

৩.০ ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) পরিচালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নম্বর ঃ সকম/কর্ম-শা/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-১০৭, তারিখঃ ২২-০৮-২০১৩খ্রিঃ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়ঃ-

১	মন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, বাংলাদেশ।	চেয়ারম্যান
২	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী, এমপি চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন নদভী প্যালেস (২য় তলা), রূপালী আবাসিক এলাকা বাস টার্মিনাল লিংক রোড বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।	সদস্য
৩	সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	মহাপরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ. এ. ই।	কো-চেয়ারম্যান
৫	মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদফতর ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব(মধ্যপ্রাচ্য) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৭	অতিরিক্ত/যুগ্নসচিব(প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৮	অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
৯	মহাপরিচালক(পশ্চিম এশিয়া) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
১০	ইউ.এ.ই. মিশন প্রধান ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য
১১	প্রতিনিধি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ. এ. ই।	সদস্য
১২	নির্বাহী পরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।	সদস্য-সচিব

৪.০ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরম্ভ

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২-০৬-১৯৮৪ তারিখ চালু হয়।
(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১-৭-১৯৮৭ তারিখ চালু হয়।
(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখ চালু হয়।

৫.০ ট্রাস্টের হাউজিং ও শপিং কমপ্লেক্সের মাসিক ও বার্ষিক ভাড়ার আয় বিবরণী

ক্রমিক নং	ফ্ল্যাট ও দোকানের বিবরণ	ফ্ল্যাট ও দোকানের সংখ্যা	ফ্ল্যাট ও দোকানের মাসিক ভাড়ার হার	মাসিক মোট ভাড়া	বার্ষিক মোট ভাড়া
১	৩ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৭৯০ বর্গফুট)	১২ টি	৭৭,৩২৮/-	৯,২৭,৯৩৬/-	১,১১,৩৫,২৩২/-
২	২ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৫৯৫ বর্গফুট)	০৬ টি	৬৮,৯০৪/-	৪,১৩,৪২৪/-	৪৯,৬১,০৮৮/-
৩	শপিং কমপ্লেক্স	৫৯ টি	প্রতিবর্গ ফুট ২৫/- হিসেবে	৩,৩৩,৬৬৮/-	৪০,০৪,০১৬/-
	সর্বমোট ঃ	------	------	১৬,৭৫,০২৮/-	২,০১,০০,৩৩৬/-

৬.০ ট্রাস্টের কার্যক্রম

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। মূলতঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে এই মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজটিই গুরুত্ব সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে।

১। ট্রাস্টের অধীন ঢাকা মিরপুরে ১টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার ও লালমনিরহাটে ১টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে মোট ৪০০জন কম/বেশী নিবাসী মেয়ে প্রতিপালন করা হয়;
২। নিবাসী শিশুদের শিক্ষা, খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা;
৩। আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা;
৬। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসী শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
৭। ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে সদনে পর্যাপ্ত বনজ ও ফলদ এবং ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে এবং এসব গাছপালা রক্ষণা বেক্ষণ করা;
৯। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন এবং নিবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;
১০। আল-নাহিয়া শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং নিবাসীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে;
১২। আসন শুন্য সাপেক্ষে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ৫-৮ বছর বয়সের অনাথ শিশুদের ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭.০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকায় সরকার প্রদত্ত ২.৭০ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা স্থানীয় ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার কমপ্লেক্সে একটি আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

৮.০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এস্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়ঃ

(ক)	নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট	সভাপতি
(খ)	উপ-সচিব (প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	খন্ডকালীন ডাক্তার আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(ঘ)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৯.০ আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১)	নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)।	সভাপতি
(২)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(৩)	খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(৪)	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
(৬)	বেগম তাহমিনা আক্তার, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
(৭)	বেগম বিলকিস খান, শিশু-মা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	ঐ
(৮)	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কাদের, মিরপুর, ঢাকা।	দাতা সদস্য
(৯)	জনাব মোঃ শাহানুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা।	অভিভাবক সদস্য
(১০)	জনাব আব্দুর মাজেদ, মিরপুর, ঢাকা।	অভিভাবক সদস্য
(১১)	বেগম সাবরিন সুলতানা, মিরপুর, ঢাকা।	মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি
(১২)	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

১০.০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার,
লালমনিরহাটের নিবাসী হাউজ

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে।

১১.০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট কমপ্লেক্সে অবস্থিত। উক্ত বিদ্যালয়ে নিবাসী মেয়েরা লেখাপড়া করে।

১২.০ আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬-১২-২০০১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়ঃ-

(ক)	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), লালমনিরহাট	সদস্য
(গ)	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঘ)	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঙ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট	সদস্য
(চ)	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	সদস্য
(ছ)	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	সদস্য
(জ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঝ)	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট	সদস্য-সচিব

১৩.০ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)-এ সরকারি অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট)

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর যথাক্রমে ১৮০ ও ১৬০ জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৪০,৮০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। ফলে উক্ত অর্থ প্রাপ্তিতে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসীরা উপকৃত হয়েছে।

১৪.০ মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অফিসের নাম ঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	ই-মেইল ঠিকানা এবং টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর	
			অফিস	বাসা
১	২	৩	৪	৫
১	কে.বি.এম. ওমর ফারুক চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) বনানী ইউ.এ.ই.মৈত্রী কমপ্লেক্স সড়ক নং-১৭, ব্লক-সি বাড়ী নং-২, বনানী, ঢাকা-১২১৩	টেলিফোন-৯৮৮৩২০২ ৯৮২২২৬৮ মোবাইল-০১৭১২০৬৪৮৬০ ০১৬১২০৬৪৮৬০ ফ্যাক্স-৯৮৮৩২০২ ই-মেইল- ed@szbsantb.net.bd edszbsantb@gmailcom Website- www.szbsantb.net.bd	৯৩৩৬৭৬৭ kbmofc_56@yahoo.com ofc1956@gmail.com

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	ই-মেইল ঠিকানা এবং টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর	
			অফিস	বাসা
১	২	৩	৪	৫
২	উপ-তত্ত্বাবধায়ক	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর ঢাকা-১২১৬	টেলিফোন-৯০০৩০৭৪ ই-মেইল- dsmirpur@gmail.com	
৩	উপ-তত্ত্বাবধায়ক	আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট	টেলিফোন-০৫৯১-৬১৬২৮ ই-মেইল- dsansplal@gmail.com	

১৫.০ তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটে ইন্টারনেট সংযোগ আছে এবং ট্রাস্টের সার্বিক তথ্যাদি সম্বলিত নিজস্ব ওয়েব সাইট রয়েছে।

বাংলাদেশের এতিম নিবাসীদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিবাসীদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরী ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে নিবাসী মেয়েরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

http://spst.gov.bd

১.০ পটভূমি

মৈত্রী শিল্প সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সুইডিস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় টংগীস্থ ক্যাম্পাসে ১৯৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরুপ প্রতিষ্ঠানটি 'মৈত্রী শিল্প' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ১,৯৭,১৪,০০০/-(এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা) এবং বাংলাদেশ সরকারের ২,১২,৩০,০০০/-(দুই কোটি বার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা) সর্বমোট ৪,০৯,৪৪,০০০/- (চার কোটি নয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়। ১৯৯৭-২০০৪ মেয়াদে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি রুগ্ন শিল্পে পরিনত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে এনে মৈত্রী শিল্প ট্রাস্টি বোর্ড পুর্নগঠন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বর্তমান সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি পূর্বের সকল বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১,৫০,০৯,৪২১/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নয় হাজার চারশত একুশ) টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্টে কর্মরত প্রতিবন্ধী শ্রমিক

২.০ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

প্রতিবন্ধীদের ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রতিবন্ধীদের দ্বারা ওয়াটার প্লান্টে ০৯(নয়) সাইজের মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার (২৫০ মিঃলিঃ, ৩০০ মিঃলিঃ, ৫০০ মিঃলিঃ, ৬০০ মিঃলিঃ, ১০০০ মিঃলিঃ, ১৫০০ মিঃলিঃ, ২০০০ মিঃলিঃ, ৫ লিটার এবং ২০ লিটার জার) এবং প্লাস্টিক কারখানায় নিত্য ব্যবহার্য জগ, মগ, বালতি গামলাসহ ৭০(সত্তর) ধরনের নিত্য ব্যবহার্য মৈত্রী সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন করা হচ্ছে।

মৈত্রী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের
বিপণন কার্যক্রমের দৃশ্য

মৈত্রী শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের
বিপণন কার্যক্রমের দৃশ্য

৩.০ সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission)

৩.১ রূপকল্প (Vision)ঃ

- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা।

৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করা।
- প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোড়দার করা।
- মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী এবং মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণনের কাঙ্খিতমানে উন্নতকরণ ও মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন।

- মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারি-আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সহ প্রান্তিক পর্যায়ে ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)

৩.৩.১. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ

৩.৩.২. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন; ও
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৩.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নতকরণ;
৩. উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী এবং বিশুদ্ধ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন।

৪.০ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

উৎপাদন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অগ্রগতি
০১.	প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন	১২,২০,০০০ পিস	১২,৪৫,০০০পিস	অগ্রগতি শতভাগ।
০২.	মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন	১৪,০৫,০০০ লিটার	১৪,৭৫,০০০ লিটার	অগ্রগতি শতভাগ।
০৩.	প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জীবনমান উন্নয়ন	৩০০ জন	২৯০ জন	অগ্রগতি ৯৭%

বিপণন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিপণন কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	আয়	ব্যয়	লাভ/লোকসান
০১.	প্লাস্টিক পণ্য বিপণন	১,৬০,০০,০০০/- (এক কোটি ষাট লক্ষ)	১,৭৩,০৩,৫৯৩/- (এক কোটি তিহাত্তর লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত তিরানব্বই)	৭৪,৩৮,৭৬৫/- (চুয়াত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি	৯৮,৬৪,৮২৮/- (আটানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত আটাশ)
০২.	মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণন	১,০১,১৫,০০০/- (এক কোটি এক লক্ষ পনেরো হাজার)	১,০১,৪২,৫৩৫/- (এক কোটি এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ)	৪৯,৯৭,৯৪২/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ)	৫১,৪৪,৫৯৩/- (একান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত তিরানব্বই)

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের মোট লাভ/লোকসান = ১,৫০,০৯,৪২১/- টাকা (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নয় হাজার চারশত একুশ)

অন্যান্য কার্যক্রম

মৈত্রী শিল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সপ্তাহ

১। কার্যক্রমভিত্তিক উন্নতমানের ব্রুশিয়ার, লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ;
২। অর্থবছরের ক্যালেন্ডার (চার রং) ছাপানো ও বিতরণ;
৩। বিলবোর্ড/ ফেস্টুন / ব্যানার তৈরী ও প্রতিস্থাপন;
৪। কার্যক্রমভিত্তিক ভিডিও নির্মান ও প্রচার;
৫। মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরীতে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সপ্তাহ (২০১৬-১৭) পালন;
৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা পুরস্কার প্রদান;
৭। জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন;
৮। স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন।

৫.০ উপসংহার

প্রতিবন্ধীদের ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত মৈত্রী শিল্প ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বর্তমানে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করার সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা অব্যহত আছে। আশাকরা যায় আগামীতে সরকারের আর্থিক সহায়তায় মৈত্রী শিল্প স্থায়ীভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করবে। এতে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মৈত্রী শিল্প একটি মডেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে টেকসই উন্নয়ন ও স্থায়ীভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াবে।

সপ্তম অধ্যায়

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

www.nddtrust.gov.bd

১.০ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয় ও এই আইনের আওতায় ২০১৪ সনে ট্রাস্ট গঠিত হয়। ট্রাস্টের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫' নামে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির আলোকে ট্রাস্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান প্রদান, সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন, চিকিৎসা সহায়তা ও অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

২.০ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্যসেবা কমিটি গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা নিতে গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে।

৩.০ হাসপাতাল সমূহে স্বাস্থ্যসেবা অবহিতকরণ কর্মশালা

ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকা ও ফরিদপুরে অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য গঠিত ওয়ান স্টপ স্বাস্থ্যসেবা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিএসএমএমইউ এর ইপনা মিলনায়তনে একটি প্রশিক্ষণ এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ শরিয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে কমিটির সদস্যদের নিয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপর একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কমিটির সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

৪.০ ওয়েবসাইট চালুকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রজেক্টের সাথে সমন্বয় করে www.nddtrust.gov.bd নামে ট্রাস্টের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ট্রাস্টের একটি মনোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে এবং সাইট প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। পোর্টালে কনটেন্ট ও তথ্য সন্নিবেশনের কার্যক্রম চলমান।

৫.০ হেল্প লাইন চালুকরণ (কল সেন্টার)

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতাধীন একটি 'হেল্প-লাইন' চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিটিআরসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিটিআরসি'র মতামতের প্রেক্ষিতে একটি পাঁচ ডিজিটের হেল্প-লাইন চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.০ স্বাস্থ্য ও গ্রুপবীমা প্রবর্তন

দেশের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে তাদেরকে স্বাস্থ্য ও গ্রুপবীমার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২৩-০৮-২০১৭ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি কর্মপন্থা প্রণয়ন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধার্থে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

৭.০ Autism এবং NDD সনাক্তকরণ বিষয়ে Screening tools Development

অটিজম ও এনডিডি শিশুদের অটিজম সনাক্ত ও মাত্রা পরিমাপের জন্য Autism Screening and Severity Assessment Tool নামে একটি Screening tools and Severly Assessment করা হয়েছে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড ও National Steering কমিটির সভায় সেটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এটির একটি মোবাইল এপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। একই সময় বাংলাদেশ ও ভারতে মোবাইল এপ্লিকেশনটির Field Trial শুরু করা হয়েছে। Ethical Clearence এ জন্য Tools 'টি BMRC তে পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে Ethical Clearence ও Validation Report পাওয়া গিয়েছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রণীত Tools নিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১১ মাস থেকে ৩০ মাস বয়সী শিশুদেরকে ASD সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় আনার জন্য Australian "The olga Tenism Autism Research Centre (OTARC)" এর সাথে Collaboration প্রক্রিয়া চলছে, সূচনা ফাউন্ডেশন এ ব্যাপারে কারিগরী সহোযোগিতা করে যাচ্ছে।

৮.০ সায়েন্টিফিক রিভিউ কমিটি গঠন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগে সায়েন্টিফিক বা বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করছে। বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সংগঠিত করা ও ট্রাস্টের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনায় সহায়তার জন্য ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট সায়েন্টিফিক রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে এটুআই প্রজেক্টের আওতায় অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের উন্নয়নে ৩টি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভাবকগণ কর্তৃক উপস্থাপিত এ সকল প্রকল্প কমিটি কর্তৃক ব্যাপক পরিবর্তন ও সংশোধনসহ অটিজম ও এনডিডি সহায়ক করা হয়েছে।

৯.০ লিফলেট জনসচেতনতা তৈরি

NDD সমস্যা সম্পর্কে জনগণের জনসচেতনতা তৈরিতে NDD Trust কর্তৃক লিফলেট প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.০ বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন

এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কর্মশালায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে একটি খসড়া কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। এই খসড়া কারিকুলাম আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্নায়ুবিকাশজনিত শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও NDDTrust একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১.০ এক বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা

এনডিডি ট্রাস্ট এনডিডি শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহন করেছে এবং প্রাথমিক ভাবে পরিকল্পনাটি কেরানীগঞ্জে পাইলটিং করা হবে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ট্রাস্ট এনডিডি শিশুদের সনাক্তকরণ ও মাত্রা নির্ধারণ করবে এক্ষেত্রে এনডিডি ট্রাস্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত টুলস টি ও DSM-5 ব্যবহার করবে। এনডিডি শিশুদের পিতা মাতাকে হাতে কলমে কিভাবে শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা যায় তার প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তাছাড়াও এনডিডি ট্রাস্ট জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১২.০ দিবস উদযাপন

অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ও বিশ্ব ডাউনসিনড্রোম দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বছরই প্রথম দিবস উপলক্ষ্যে ৩টি ক্যাটাগরিতে (অটিজম সম্পন্ন সফল ব্যক্তি-৩, অটিজমে অবদান রাখা ব্যক্তি-৩ ও অটিজমে অবদান রাখা প্রতিষ্ঠান-৩) ৯টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যাচাই বাছাই করে মনোনীত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটিজম দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

১৩.০ সিভিল সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে আয়োজিত মেলায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক স্থাপিত স্টলে ট্রাস্ট কর্তৃক প্রণীত Autism এবং NDD সনাক্তকরণ বিষয়ে Screening tools সহ বিভিন্ন সেবা ও ইনোভেশনসমূহ প্রদর্শণ করা হয়।

১৪.০ কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম নামে একটি কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা মাতা ও অভিভাবকগণকে অটিজম ও এনডিডি বিষয়ে সচেতন করে তোলা হবে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এনডিডি শিশুর পিতা মাতা/অভিভাবকগণ শিশুদের যত্ন পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। ফলে এনডিডি শিশুর পিতা মাতা/অভিভাবকগণের উদ্বিগ্নতা অনেকাংশে লাঘব হবে।

১৫.০ অটিজম ও এনডিডি শিশুদের জন্য নিবাস স্থাপন

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক দেশের পুরাতন চার বিভাগে অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশুদের জন্য চারটি নিবাস স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নিবাসে অটিজম ও এনডিডি শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, জীবনব্যাপী যত্ন পরিচর্যা ও থাকার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৬.০ কনসালটেন্ট নিয়োগ

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য রিসার্স, ইনোভেশন, এডুকেশন এন্ড ট্রেইনিং এর জন্য ১ (এক) জন জনস্বাস্থ্য গবেষক ও অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট এবং ক্লিনিকেল ম্যানেজমেন্ট ও রাইট প্রটেকশন এর জন্য ১ (এক) জন অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

১৭.০ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ট্রাস্টের জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।

১৮.০ কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয়

অফিসের কাজে TO & E'তে অন্তভূক্ত কম্পিউটার ও অন্যান্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

১৯.০ PwNDD ব্যক্তিদের মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরণ

১০০০ (এক হাজার) জন PwNDD ব্যক্তির মাঝে প্রত্যেককে ৫০০০/- টাকা করে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

২০.০ জেলা কমিটি কার্যকরকরণ

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলার জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন পূর্বক কমিটিসমূহকে কার্যকর করা হয়েছে। জেলা কমিটির মাধ্যমে এনডিডি ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান ও ট্রাস্টের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২১.০ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সহিত সমন্বয়

অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং National Strategic Plan for Neuro-developmental Disosrders 2016-2021 বাস্তবায়নে স্টিয়ারিং কমিটির সহিত সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd